বিষ্ণুপ্রিয়া

[নিউ রয়েল বীনাপাণি অপেরায় সগৌরবে অভিনীত]

[পৌরাণিক নাটক]

অধ্যাপক নরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রকাশক :
শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২।

প্রথম প্রকাশ :
শুভ মহালয়া, ১৩৩৯ সাল ।

প্রচ্ছদ :
প্রভাত কুমার কর্মকার

মুদ্রণ :
শ্রীঅনিলকুমার চন্দ্র
জগদ্ধাত্রী প্রেস
৮/১, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন,
কলিকাতা-৭।

—ঃ কয়েকটি কথা ঃ—

"বিষ্ণুপ্রিয়া" আমার তৃতীয় যাত্রার নাটক। নিউ রয়েল বীনাপাণি অপেরার সর্বাধিকারী শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য, তাঁর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে, এই নাটক রচনার কথা ওঠে। নাটকখানি স্বল্প সময়েই রচনা করি, এবং যথাসম্ভব মহলায় পড়ে। পরিচালক হিসাবে নাট্য-পরিচালক সন্তোষ সিংহকে আনা হলো আর সুর দিলেন সুর সাগর অমিয় ভট্টাচার্য। শিল্পী মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, অজিত সাহা, দ্বিজু ভাওয়াল প্রভৃতির সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় এবং সকল শিল্পীর আন্তরিকতায়, "বিষ্ণুপ্রিয়া" আত্মপ্রকাশ করলো। আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে "বিষ্ণুপ্রিয়া" দর্শক সমাজের মন জয় করতে সমর্থ হয়। সঙ্গীতের সুমধুর সুর বিষ্ণুপ্রিয়া যাত্রা জগতে এক রেকর্ড স্থাপনা করেছে। বাংলার দর্শক বিষ্ণুপ্রিয়াকে এ বছরের শীর্ষ মুকুট পরিয়েছেন। এই সর্বজন সমাদৃত বিষ্ণুপ্রিয়ার সাফল্যের কৃতিত্ব নারানবাবুর অমিয় বাবুর এবং শিল্পীগোষ্ঠীর, একথা সানন্দে প্রকাশ করে নিজেকে ধন্য মনে কচ্ছি।

আমার নাটক "বিনয়-বাদল-দীনেশ" আজও চলছে। আশা করি বিষ্ণুপ্রিয়াও সমভাবে চলবে, চলছে এ বছরেও। তবু নাটক রচনার পদ্ধতি নিয়ে দুই একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। অনেক বিষয়ে আজ যাত্রা বিবর্তনের মুখে। কিন্তু নাট্য রচনায় এই বিবর্তনের সঠিক মূল্যায়ণ এখনও যাত্রা জগতে আসে নি। বিবর্তনধর্মী যাত্রার নাটক যা অল্পই অভিনীত হয়েছে, তার মধ্যে হিটলার, রাইফেল, বিনয়-বাদল-দীনেশ, লেনিন, কান্না-ঘাম-রক্ত, বাঘা যতীন, বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম করা যায়। যাত্রার পালা নাটকের চিরাচরিত

ধারায় এই নাটকগুলি লেখা নয়, অথচ প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সে কারণে এ ইঙ্গিত সুস্পষ্ট যে বিবর্তনধর্মী নাটকের দিন আসন্ন। মিথ্যা অতীত ঐতিহ্যের অজুহাতে এদের অগ্রগতি বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারা যাবে না। বিনয়-বাদল-দীনেশ ও বিষ্ণুপ্রিয়া যাত্রা নাটকের সেই ধরা-বাঁধা শৈলী-শৃঙ্খল ভেঙেছে, একথা বিদ্বৎজন স্বীকার করেছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার অভিনয় দেখতে এসেছিলেন বন্ধুবর সুধীর মণ্ডল ও বঙ্কিম রায়। অভিনয় দেখে সুধীরবাবু বল্লেন, বিষ্ণুপ্রিয়া আমার জন্যে রাখবেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ ছেপেছি, বিষ্ণুপ্রিয়াও আমি ছাপবো, তাঁর দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। শুভ মহালয়ার পুণ্য তিথিতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেছেন বিষ্ণুপ্রিয়া নাটক। সুধীর-বাবুকে ও বঙ্কিমবাবুকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ধন্যবাদ জানাই আমার পরম হিতৈষী নাট্য-পরিচালক শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্যকে। রূপে, স্বাদে, সৌন্দর্যে বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি অনবদ্য করেছেন। ধন্যবাদ জানাই প্রতিথযশা নট শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তীকে, তিনি নানা ভাবে এই নাটকের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। ধন্যবাদ জানাই জনপ্রিয় অভিনেতা অজিত সাহা ও দ্বিজু ভাওয়ালকে, হাস্য রসিক তারা ভট্টাচার্যকে, জলদকুমার, ছবিরানী ও বিষ্ণুপ্রিয়া তারা পালকে। এদের অনবদ্য অভিনয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া এত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমার পুত্রদ্বয় নিখিলেন্দু ও পূর্ণেন্দু ও কন্যা কুন্তলের কথা ও তাদের বন্ধু সুজিত, আশীষ, বিকাশ, সীমা ও কবিতার কথা। এরা নাটক লেখার ব্যাপারে আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।

শুভ মহালয়া—১৩৩৯
৪৪, জগদীশ বসু রোড,
নববারাক পুর (২৪পরগণা)।

শ্রীনরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী

উৎসর্গ

আমার "বিষ্ণুপ্রিয়া"

পরম পূজনীয়

দাদা—[শ্রীযতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

পরম পূজনীয়া

বৌদি—[শ্রীমতী অনুরূপা দেবী]

ও

পরম পূজনীয়া

বড়দিদি—[শ্রীযুক্তা সরযূবালা দেবী]

মেজদিদি—[শ্রীযুক্তা প্রফুল্লবালা দেবী] কে

পরম শ্রদ্ধায়

উৎসর্গ

করলাম।

শুভ শারদ মহালয়া—১৩৭৯
৪৪, জগদীশ বসু রোড
নববারাকপুর (২৪ পরগণা)

স্নেহের—
নরেশ চন্দ্র

শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী রচিত

জনতার রায়

[বাংলার জনগণের একান্ত মর্মবাণী এই জনতার রায়, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে বাঁচার দাবী নিয়ে এগিয়ে এলো বাংলার জনগন। অবশেষে সুরু হ'ল অত্যাচার। পরিণাম কি হলো? কারা পেল জনতার রায়। এর উত্তর পাবেন নাটকের প্রতিটি অংকে, প্রতিটি দৃশ্যে। অভিনয় করুন সুনাম অর্জন করবেন। মূল্য—১'০০]

অধ্যাপক নরেশ চক্রবর্ত্তী রচিত

বিনয়-বাদল-দিনেশ

[লাঞ্ছিতা নির্য্যাতীতা বঙ্গজননীর নয়নাশ্রু মুছিয়ে দিতে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লো এই তিন বীর যুবক। যাদের বিশ্বাস—ঘাতকতায় সম্রাজ্যবাদী ইংরাজ অত্যাচারের চাবুক হাতে এগিয়ে চলছিল, সেই বিশ্বাস ঘাতকদের দিল চরম শিক্ষা, এই বিপ্লবী বীর তিন যুবক। কিন্তু পরিণামে কি হ'লো? এর উত্তর পাবেন, জ্বালময়ী সংলাপে, ঘাত প্রতিঘাতে। অভিনয় করুন। মূল্য—৪'০০]

শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার দে প্রণীত

পতি ঘাতিনী সতী

[অপূর্ব যাত্রা নাটকদ্বয়। প্রতি দৃশ্যে ও প্রতি অংকে উত্তেজনা। অভিনয়ে পাবেন প্রচুর তৃপ্তি। মূল্য—৪'০০]

চরিত্র লিপি

পুরুষ

নিমাই	...	নবদ্বীপবাসী জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র
নিতাই	...	বৈষ্ণব অবধূত
অদ্বৈতাচার্য	....	শান্তিপুর নিবাসী বৈষ্ণব প্রধান
শ্রীবাস	....	নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব প্রধান
আগমবাগীশ	...	নবদ্বীপবাসী তান্ত্রিকাচার্য
চাপাল-গোপাল	...	ঐ শিষ্য
চাঁদ কাজী	....	নবদ্বীপের শাসনকর্তা
হরিদাস	...	বৈষ্ণব।
জগাই, মাধাই	...	নবদ্বীপের রাজ কোটাল

ব্রাহ্মণগণ, চণ্ডাল, মুসলমান মন্ত্রী, মুসলমান সৈনিক ইত্যাদি

স্ত্রী

বিষ্ণুপ্রিয়া	....	নিমাইয়ের সহধর্মিনী
শচীরাণী	....	নিমাইয়ের মাতা
কাঞ্চন	...	বিষ্ণুপ্রিয়ার সখি

ধর্ষিতা নারী, মালিনী, নর্তকী ইত্যাদি

স্থান :   বাগবাজার মদনমোহন আঙিনা

প্রযোজক—শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য

নাট্য পরিচালক—শ্রীসন্তোষ সিংহ

সঙ্গীত পরিচালক—শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য

অভিনেতৃ বৃন্দ

নিমাই	...	দ্বিজু ভাওয়াল
নিতাই	...	জলদকুমার
অদ্বৈত	....	মনোরঞ্জন চক্রবর্তী
শ্রীবাস	....	বিভূতি পাণ্ডে
কাজী সাহেব	....	অজিত সাহা
জগাই	....	অনিল রায়
মাধাই	....	হরিশ মুখার্জী
আগমবাগীশ	...	পাঁচু মুখার্জী
চাপাল-গোপাল	....	তারা ভট্টাচার্য
হরিদাস	...	জনার্দন নন্দী
চণ্ডাল	....	ঋষি
ব্রাহ্মণগণ	...	কাশি, মনোজ বিশ্বাস, নির্মল
সৈনিক	....	সুকুমার দত্ত
বিষ্ণুপ্রিয়া	...	তারা পাল
শচীরাণী	...	ছবিরাণী
কাঞ্চন	...	শেফালী দে
মালিনী	...	রূপশ্রী মিশ্র

বিষ্ণুপ্রিয়া

প্রথম দৃশ্য

—প্রারম্ভ—

গঙ্গাতীর

ত্রস্তপদে তান্ত্রিক সাধু আগমবাগীশ প্রবেশ করেন।

আগমবাগীশ। কালী কালী মহাকালী করালবদনী মা।
মাগো ওঁ
করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্॥
মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্ত মুণ্ডালী গলদরুধির চর্চিতাম্॥
ঘোর দ্রংষ্টাং করালাস্যাং পীনোন্নত পয়োধরাম্।
ঘোর রাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয় বাসীনীম্॥
সুখ প্রসন্ন বদনাং স্মেরানন সরোরুহম্।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং
ধর্মকামার্থ সিদ্ধিতাম্॥

[প্রণাম জানালেন।]

চাপাল, চাপাল-গোপাল? গঙ্গার এদিকেত ওকে দেখছি না। আজ অমাবস্যা রাত্রি, আজকের তপস্যায় নারী সাধন প্রশস্ত। চাপাল গেল কোন দিকে। চাপাল? অন্য ঘাটে দেখতে হলো চাপাল

চাপাল ? [বাঁশী বাজে] কিন্তু কে যেন কোথায় বাঁশী বাজাচ্ছে ? কার এ বাঁশী ? কে বাঁশী বাজায় ? কে ? না না, অসি ধরতে হবে মা বাঁশী নয় বাঁশী নয়—

[দ্রুত প্রস্থান ।

[নেপথ্যে বাঁশের বাঁশী বাজিয়া উঠিল]

গীতকণ্ঠে পরম রূপ-লাবণ্যময়ী কুমারী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ ।

গীত

বিষ্ণুপ্রিয়া ।—

আজি কে গো মুরলী বাজায়,
এ তো কভু নহে শ্যামরায় ।
এর গৌর বরণে করে আলো
চূড়াটি বাঁধিয়া কে বা দিল ?
গোরা রূপ লাগিল নয়নে ।
কিবা নিশি, কিবা দিশি শয়নে স্বপনে,
কিক্ষণে, দেখিনু গোরা কিবা মোর হইল ?
নিরবধি গোরারূপ নয়নে লাগিল ॥

সখি কাঞ্চনের প্রবেশ ।

কাঞ্চন । শুধু কি নয়নেই লেগেছে সই ? ও যে একেবারে নয়নের মাঝখানে ঠাঁই করে নিয়েছে ?

বিষ্ণুপ্রিয়া । কে রে কাঞ্চন ?

কাঞ্চন । [হাত দিয়ে গায়ে ঠেলা দিয়ে] আহা, জানিস না বুঝি ? যাঁকে দেখবার জন্য রোজ রোজ গঙ্গার ঘাটে আসিস্ ।

বিষ্ণুপ্রিয়া । কাকে দেখতে ?

কাঞ্চন। জানি গো জানি, চার চোখের মিলন ঘটেছে তাও জানি। তাও দেখেছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কবে? কখন? [মুখে হাসি]

কাঞ্চন। কবে, কখন? ইস্, চোরের বৌএর বড় গলা? বলবো গলা ফাটিয়ে? বলি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি তো চুরিও করিনি, ডাকাতিও করিনি, বল না।

কাঞ্চন। চুরি করোনি বটে, তবে তুমি চুরি হয়ে গেছো।

বিষ্ণুপ্রিয়া। সত্যিরে কাঞ্চন, কে যেন আমার সব চুরি করে নিয়েছে।

কাঞ্চন। কে আবার নিয়েছে যে নেবার সে ঠিকই নিয়েছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুই বলছিস কাঞ্চন? সত্যি বলছিস?

কাঞ্চন। শতমুখে বলতে ইচ্ছে করে ভাই। এ গৌরকান্তির কি তুলনা আছে? যেমন রূপ, তেমনি গুণ। তোর হয়েই বলছি—

ছড়া-আবৃত্তি] রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥

বিষ্ণুপ্রিয়া। [হেসে]—
যা কি যে বলিস! "হিয়ার পরশ লাগি, হিয়া মোর কাঁদে,
পরাণ পীরিতি লাগি, থির নাহি বাঁধে॥"
সই কি আর বলিব,
কানু অনুরাগ কথা কেমনে ভুলিব"॥

বিষ্ণুপ্রিয়া। সত্যি ভুলতে পারিনা সই

[গান] কিরূপ দেখিনু সই কদম্বের তলে।
দেখিতে পাইনু রূপ নয়নের জলে॥
কি বুদ্ধি করিব সই কি বুদ্ধি করিব।
গোরা অনুরাগে সই পরাণ হারাবো॥

কাঞ্চন। কিছু বুঝাতে হবে না সই, প্রতিদিন যেমন করিস, গঙ্গার কূলে বসে চুপি চুপি মা গঙ্গাকে বলবি মনের কথা···দেখবি, [থুথনি ধরেন] "গোরা শশী, নিতে আসি

উদিবে হৃদ-গগনে"॥

বিষ্ণুপ্রিয়া। তাই বুঝি ?

কাঞ্চন। হ্যাঁগো, আমি যাই ভাই, স্নানটা সেরে নিই গে। ও সই, ওই যে তোর হবু শাশুড়ী শচীমাতা, এই দিকেই আসছেন, চারিদিকে তাকাচ্ছেন, তোকেই বোধ হয় খুঁজছেন। তুই কি ওঁকেও মায়ায় বেঁধেছিস নাকি ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। হ্যাঁ, তোকে যেমন বেঁধেছি। [পথের দিকে তাকায়]

কাঞ্চন। হয়েছে হয়েছে, আমি ওঁকে এই পথেই পাঠিয়ে দিচ্ছিগো নব অনুরাগিনী।

[প্রস্থান।

বিষ্ণুপ্রিয়া। নব অনুরাগিনী সত্যি কি তাই ? হাঃ-হাঃ-হাঃ, ওকে আমি শাশুড়ী ঠাকরুণ বলবো না, আমি বলবো মা। কেমন যেন ভাল লাগছে ভাবতে।

শচীমাতার প্রবেশ।

শচীমাতা। কি গো মেয়ে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো যে ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আপনাকে প্রণাম করবো বলেই দাঁড়িয়ে আছি মা।

শচীমাতা। মা ? [বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাতাকে প্রণাম করে] ওঠো মা, লক্ষ্মী মেয়ে ! একটা কথা বলি মা, আমায় দেখে রোজ তুমি গঙ্গার ঘাটে প্রণাম কর, আমি অবশ্য কোনদিন কোন কথা জিজ্ঞাসা

করিনি, কেমন হয়েছে জান মা, ঘাটে এসে তোমাকে না দেখলে মনটা ভাল লাগে না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আপনি আমাকে খুব স্নেহ করেন তাই। [লজ্জায় মুখ আনত করে বিষ্ণুপ্রিয়া।]

শচীমাতা। দেখ তো মেয়ের লজ্জা, কি সুন্দর ভক্তিমাখা মুখ, মাথা তোল, চোখ চাও, দেখি, [চিবুক ধরে মুখ ওঠালেন।] এবার বলো দেখি, তুমি কার মেয়ে? কি নাম তোমার?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার নাম?

শচীমাতা। হ্যাঁ, কি নাম তোমার শুনি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার নাম—প্রিয়া—বিষ্ণুপ্রিয়া।

শচীমাতা। বিষ্ণুপ্রিয়া, আহা কি মিষ্টি নাম? হ্যাঁ সত্যি তুমি প্রিয়া। এমন যার মুখশ্রী, এমন যার রূপ-লাবণ্য, সে প্রিয়া নয়তো কি? দেব-প্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া।

[বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাতাকে পুনরায় প্রণাম করে, শচীমাতা প্রণাম করে ওঠার সময় চিবুক স্পর্শ করে চুমু খান।]

শচীমাতা। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে তুমি। তোমার মনের মত সুন্দর বর হোক, জন্ম এয়োস্ত্রী হও মা। হ্যাঁ, বল্লে না তো, কার মেয়ে তুমি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। সনাতন মিশ্র আমার বাবা।

শচীমাতা। তুমি রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের মেয়ে? তবে ত আমাদের পালটি ঘর।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি বল্লেন মা?

শচীমাতা। না বলছিলাম তুমি তো মা মস্ত ঘরের মেয়ে, তোমার বাবার কত নাম। আর কি সুন্দর নাম রেখেছেন তোমার,

বিষ্ণুপ্রিয়া। আশীর্বাদ করি মা সুখী হও। একদিন আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে যাবে মা।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন যাবো না? আপনি যখন বলেছেন, নিশ্চয়ই যাবো।

নেপথ্যে কাঞ্চন। বিষ্ণুপ্রিয়া, ওরে আয় আমার স্নান হ'য়ে গেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কাঞ্চন আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আজ যাই মা। [প্রণাম করতে যায়।]

শচীমাতা। না না আবার প্রণাম কেন, এস মা, কবে যাবে আমার বাড়ীতে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। যাবো মা যাবো শিগ্‌গিরই যাবো। [একটা অব্যক্ত আনন্দের দিপ্তীতে ভরে যায় বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখ।]

[প্রস্থান।

শচীমাতা। কেমন ধীর শান্ত মন ভোলান রূপ? কি নম্র সুন্দর স্বভাব এর সঙ্গে যদি আমার নিমাইয়ের বিয়ে দিতে পারতাম - চমৎকার মিলন হতো। পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে এসেছে নিমাই, কত অর্থ প্রণামী পেয়েছে, নতুন করে পাঁচখানা ঘর বেঁধেছে বাড়ীতে। কিন্তু ঘরে আমার লক্ষ্মী নেই। এত সাধ করে বল্লভ মিশ্রের মেয়ে লক্ষ্মীকে ঘরে আনলাম, ধরে রাখতে পারলাম না। সাপের কামড়ে মা আমার নীল হয়ে গেল। পূর্ববঙ্গ থেকে নিমাই আমার শূন্য ঘরে ফিরে এলো, নিমাইএর সে মুখের দিকে আমি যে চাইতে পারি না। [কেঁদে ফেললেন] বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। কি নিয়ে থাকবো আমি সংসারে, কাকে নিয়ে থাকবো? নিমাই আমার উদাসী, সংসারের প্রতি এতটুকু আশক্তি নেই। ভগবান, নিমাইকে আমি যেন সংসারী করতে পারি এই আশীর্বাদ

কর, এই আশীর্বাদ কর ভগবান। [ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন।]

[প্রস্থান।

শ্রীবাস ও নিমাইয়ের প্রবেশ।

শ্রীবাস। ভগবান নেই একথা তুমি বল্লে কি করে নিমাই?

নিমাই। [হেসে হেসে] ভগবান? ভগবান আবার কে?

শ্রীবাস। ভগবান কে? একি কথা?

নিমাই। কেন? ভগবান বলে কেউ আছে নাকি? আর যদি থেকেই থাকে, শঙ্করাচার্য বলেছেন, সোঽহং ভগবান যিনি আমিও তিনি। তবে আর কাকে মানতে বলেন?

শ্রীবাস। কি সর্বনাশ, তুমি ভগবান মান না?

নিমাই। না, দেবতা, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব কিছুই মানি না।

শ্রীবাস। তুমি কি নাস্তিক?

নিমাই। তাও বলতে পারেন।

শ্রীবাস। তাহলে এত বিদ্যা শিক্ষা করে তোমার কি লাভ হল?

নিমাই। কেন, কেশব কাশ্মীরীকে তর্কে হারিয়ে দিয়ে, বাদী সিংহ তর্ক কেশরী হলাম, আর বিদ্যাসাগর উপাধিটাও একেবারে ফেলে দিতে পারবেন না।

শ্রীবাস। না, তা দিতে পারবো না ঠিক, তবে যে বিদ্যায় পরম বিদ্যা দেয় না, সে বিদ্যায় বাদীসিংহ তর্ক কেশরীই হওয়া যায়। তবে এও জেনে রেখো নিমাই বাঘ সিংহ মানুষ নয়। [রেগে]

নিমাই। [হেসে] সে কথা তো সবাই জানে শ্রীবাস কাকা।

শ্রীবাস। তুমি হাসছো? তোমার বাবা জগন্নাথ মিশ্র বৈষ্ণব ছিলেন, আর তুমি হয়ে উঠলে অহঙ্কারী নাস্তিক? তোমাকে স্নেহ করি, ভালবাসি, কিন্তু এ তুমি কি হলে? একটা উদ্ধত চঞ্চল দাম্ভিকের শিরোমণি। তুমি বিদ্বান? বুদ্ধিমান? তুমি একটা অর্বাচীন ছেলেমানুষ।

নিমাই। [হেসে ভেঙ্গে পড়ে] হাঃ-হাঃ-হাঃ—ঠিকইতো বলেছেন। আমি ছেলেমানুষ বলে, কেউ আমাকে গ্রাহ্য করে না। আপনি তো পরম বৈষ্ণব, অদ্বৈত আচার্য্যের পরেই আপনার নাম। ঠিক করেছি, বয়সটা বাড়লে, যখন লোকে আমাকে আরও মানবে, চিনবে, তখন তুলসীর মালা গলায় পরে, একটা জবর দোস্ত বৈষ্ণব পাকড়ে ধরে, এমন বৈষ্ণব হবো যে, অজভব পর্য্যন্ত আমার বাড়ীতে এসে হাজির হবেন।

শ্রীবাস। তুমি কি আমাকে অপমান করতে চাও নিমাই?

নিমাই। আপনি পূজনীয় ব্যক্তি। আপনাকে অপমান করবো কেন? তবে আপনিইতো বল্লেন, আমি ছেলেমানুষ, বাঘ সিংহতো মানুষ নয়, উদ্ধত, চঞ্চল, দাম্ভিকের শিরোমণি, আপনি আমাকে স্নেহ করেন, ভালবাসেন, আপনার স্নেহ বাক্যগুলি চমৎকার। দাম্ভিকের শিরোমণি, দাম্ভিকই হই আর যাই হই, শিরোমণি করে তো রেখেছেন....হাঃ-হা-হাঃ। [প্রস্থান।

চাপাল গোপালের দ্রুত প্রবেশ আধা তান্ত্রিক চেহারা।

চাপাল-গোপাল। এ হে...হে...হে...কিহে শ্রীবাস পণ্ডিত, বৃন্দাবণস্থ, তুলসী বৃক্ষস্য শাখা, তস্য গলিত পত্রস্য, কীটাসু কীটস্য কীট বৈষ্ণব মহাজন, বলি দিলেতো—দিলেতো ওই পুচকে ছোড়া

নিমাই পণ্ডিত তোমার টিকি ধরে টান? কেমন টন টন করছে তো?

শ্রীবাস। [রেগে] চাপাল গোপাল?

চাপাল। ধমক দিও না বাবা, ধমক দিও না।

শ্রীবাস। তুমি মদ খেয়েছো?

চাপাল। মদ নয়···মদ নয়···কারণ বারি। জান, আমরা তান্ত্রিক। তন্ত্রশব্দ ইক প্রত্যয় তান্ত্রিক, পঞ্চ "ম"-কারে আমাদের সাধনা, মৎস, মাংস, মদ্য, মুদ্রা···আর মেয়ে ছেলে।

শ্রীবাস। [কানে আঙ্গুল দিয়া] হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ··· হরে কৃষ্ণ···

[দ্রুত প্রস্থান।

চাপাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ—পালালে বাবা? তা পালাও····ভাবছি। ওই নিমাই পণ্ডিত। যেমন বৈষ্ণব বিদ্বেষী, ওকে জপিয়ে জুপিয়ে যদি আগম বাগীশের পঞ্চমুণ্ডীতে নিয়ে যেতে পারি, ওকে দেখে অনেক নারীর মাথা ঘুরে যাবে। নারী সাধনে আর আমাদের মেয়ে খুজে বেড়াতে হবে না।

আগমবাগীশের প্রবেশ।

আগমবাগীশ। এখনও মেয়েছেলে খুঁজতে হবে তোমাকে? পাওনি?

চাপাল। মেয়েছেলে পাওয়া কি চারটিখানি কথা গুরু?

আগমবাগীশ। চুপ কর, কে তোমার গুরু?

চাপাল। কেন আপনি? "ম"কার আদির কোনটি বাদ আছে বলুন? সবইতো আপনার চরণে বসেই শিখেছি প্রভু। আর যাই

বলুন, আমার এই চেহারায় মেয়েছেলেরা বড় কাছে ঘেঁসতে চায় না।

আগমবাগীশ। কিন্তু মেয়েছেলে না হ'লে নারী সাধন হবে কি করে ?

চাপাল। তাইতো বলছিলাম নিমাই পণ্ডিতকে যদি তান্ত্রিক করা যায়, মেয়েছেলে তাহলে রাজহংসীর মত প্যাক…প্যাক করতে করতে ধরা দেবে।

আগমবাগীশ। তা যতদিন না হচ্ছে, ততদিন তুমি রুদ্রাক্ষের মালা ছেড়ে নিমাইয়ের মত ফুলের মালা পরে গঙ্গার ঘাটে ঘুরাঘুরি কর।

চাপাল। আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন গুরু ?

আগমবাগীশ। শোন আজ অমাবস্যা। অমানিশার দ্বিপ্রহরে মহাকাল শ্মশান ঘাটে বসাবো—পঞ্চমুণ্ডীর আসন। হবে শ্মশান কালিকার—পূজা, আসবরস পানান্তে নারী সাধন। মহাকালকে জাগ্রত করতে হবে, শক্তি ছাড়া ধর্ম নেই। নবাব হুসেন শাহ নবাবী পেয়ে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপরে যে অত্যাচার করেছেন তার উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে হবে।

চাপাল। শুধু কি ব্রাহ্মণদের উপরে অত্যাচার করেছে ? দেব মন্দির ভেঙেছে—পুড়িয়েছে, পুড়িয়েছে মায়ের বিগ্রহ।

আগমবাগীশ। তাইত বলছি, প্রতিশোধ নিতে হলে নবদ্বীপ বাসীদের এই তন্ত্রের পথ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই। আমি সেই শক্তিকেই জাগিয়ে তুলতে চাই—তাই চাই ওই শক্তিমান নিমাইকে। নিমাই যদি আমার সঙ্গে যোগ দেয়, এই নবদ্বীপে আমরা শক্তিপূজার মহাতীর্থক্ষেত্র রচনা করবো। কালী, করাল

বদনী, দিগম্বরা, নৃমুণ্ডমালিনী, লোল জিহ্বা, ধৃত খর্পরা শবারূঢ়া শ্যামা, তোমার জয় হোক মা··তোমার জয় হোক।

[প্রস্থান।

ষোড়শী কন্যা মালিনীর হাত ধরিয়া ভীত ত্রস্ত ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। মা, মালিনী, দৌড়ে আয়, দৌড়ে আয় এই পথেই জগাই মাধাই আসছে। আয় পালাই চল, নইলে সব কেড়ে নেবে হয়তো মেরেই ফেলবে।

চাপাল। কোথায় কোথায় জগাই মাধাই।

ব্রাহ্মণ। বাধা দিওনা বাপু, আমাদের পালাতে দাও।

চাপাল। জগাই মাধাই মেয়েটাকে দেখেছে?

ব্রাহ্মণ। ওকে দেখেই তো তাড়া করেছে।

চাপাল। তাহলে তো হয়ে গেছে।

মালিনী। তা কি হয়ে গেছে বলনা মুখপোড়া।

চাপাল। আমাকে মুখপোড়া বল্লে। আপনজন জেনেই তো বল্লে। কিন্তু হায় তুমি যে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছো। পথের গন্ধ শুকে শুকে জগাই মাধাই তোমাকে ধরতে এল বলে। নবদ্বীপের কোটাল জগাই মাধাই তোমাদের পয়সা কড়ি যা আছে সবকিছু কেড়ে নিয়ে যাবে।

ব্রাহ্মণ। আমার কাছে তো কিছু নেই বাবা।

চাপাল। মেয়েটার হাতে কানে নাকে গহনা দেখছি যে, কিছু আর ঘরে ফিরিয়ে নিতে হবে না। জাননা, নবদ্বীপে এখন দিন

দুপুরে রাহাজানি হয়? তার চেয়ে এস তোমরা আমার সঙ্গে....
আমি তোমাদের বাঁচিয়ে দেবো।

দ্রুত জগাই ও মাধাই-এর প্রবেশ।

জগাই। কোন শালা কাকে বাঁচায় রে?

মাধাই। ধর ধর শালাকে। আরে কে? চপোল-গোপাল যে, তুই এদের বাঁচাবিরে শালা? জানিস এ আমাদের শিকার। কি একটু মদ খেয়ে পালাবি, না মরবি?

চাপাল। আমি মদ না খেয়েই পালাচ্ছি। ভেবেছিলাম মেয়েটাকে পেলে, গুরুর নারী সাধনটা হতো।

মাধাই। তবু দাঁড়িয়ে রইলি যে?

চাপাল। না বলছিলাম কি। আমি তো—আমি তো তন্ত্র শব্দ ইক্ প্রত্যয়ে তান্ত্রিক অর্থাৎ তোমাদের ভায়রা ভাই। একটু থাকি না কেন?

জগাই। মাধাই দেতো শালার গায়ে মদ ঢেলে।

মাধাই। তবেরে···শালা!।

চাপাল। ওরে বাবা [দৌড়ে বেরিয়ে যায়।]

জগাই। দে, একটু মদ খেয়ে নেই।

মাধাই। সেই ভাল। [দুইজনে মদ খায়।]

জগাই। অত কাঁপছো কেন বাছা? মেয়েটি শান্তিপুরের বলে মনে হচ্ছেরে মাধাই। আমরা না এলে, চাপাল কি ওকে তন্তর সাধনে নিয়ে যেতো।

মাধাই। এবার আমরা ওকে আমাদের মন্তর সাধনে লাগবো।

এই ছোক্‌রী, এ তোর কে আছে? বাপ্‌ না মেসো? দেখি··· দেখি [এগিয়ে যায়]

মালিনী। আমাকে ধরতে আসছে বাবা। [বাবাকে জড়িয়ে ধরে]।

জগাই। বাবা? হাঃ-হাঃ-হাঃ। এই বাবা শালা। রেস্ত কিছু আছে? ঝাড়তো দেখি।

ব্রাহ্মণ। কিছু নেই বাবা মেয়েটাকে নিয়ে, বড় মেয়ের বাড়ী যাচ্ছি কিনা?

মাধাই। একেবারে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেবো। পয়সা কড়ি যা আছে দাও—[হাত পাতে] দাও।

ব্রাহ্মণ। কিছু নেই বাবা গরীব ব্রাহ্মণ—

জগাই। গরীব ব্রাহ্মণ! খালি হাতে নবদ্বীপে এসেছিস শালা। [মুখে চড় মারে।]

মালিনী। বাবা [চীৎকার করে ওঠে।]

মাধাই। এই ছোকরী, হাতের বালা, নাকের বেশর, কানের মাকড়ী খুলে দে, কালই কাজীর নজরানা দিতে হবে। খোল— গয়না। [মেয়েটা আরও জোরে ধরে বাবাকে।]

জগাই। মাধাই, এক কাজ কর বাপটাকে খতম করে তারপর মেয়েটাকে নিয়ে যাই আড্ডায় মদের মুখে জমবে ভালো।

মাধাই। সেই ভাল। [ছোরা বের করে।]

মালিনী। বাবা—বাবা—না-না আমার বাবাকে মেরো না।

ব্রাহ্মণ। ভয় নেই মা, ভয় নেই! যাদের কেউ নেই তাদের হরি আছেন।

মাধাই। জগাদা তুই মেয়েটাকে ছাড়িয়ে নেতো, মেয়েটার

সামনেই বাবাটাকে মারবো—খুন করবো। ধর টেনে ধর মেয়েটার হাত।

মালিনী। বাবা—বাবাগো—

ব্রাহ্মণ। ভগবান—ভগবান—

মাধাই। তোর ভগবানের নিকুচি করেছে।

[জগাই ধরেছে মেয়েটির একহাত—আর এক হাত ব্রাহ্মণ টেনে ধরেছে প্রাণপনে]

ব্রাহ্মণ। না—না—নিয়ে যেওনা—আমার মালিনীকে নিয়ে যেও না।

মাধাই। তোকে এবারে শেষ করবো রে শালা।

ছোরা মারতে উদ্যত হয়েছে ঠিক এই সময়ে নিমাই প্রবেশ করে এবং মাধাই এর হাত চেপে ধরে।

নিমাই। সাবধান [ছোরা কেড়ে নেয় এবং ফেলে দেয়]।

মাধাই। কে ?

নিমাই। আমি।

মাধাই। তবে রে। [মারতে আসে, নিমাই একঘুসী বসিয়ে দেন, মাধাই পড়ে যায়।]

জগাই। [মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে] তবে রে শালা। [মারতে আসে এগিয়ে, নিমাই আর একটি ঘুসী মারেন জগাইয়ের মুখে—জগাই পড়ে যায়।]

নিমাই। সাবধান।

জগাই-মাধাই। কে রে শালা।

মেয়ে ও ব্রাহ্মণ। বাঁচান বাঁচান।

নিমাই। আসুন আসুন।

[ওদের নিয়ে প্রস্থান।

জগাই। মাধাই।

মাধাই। দাদারে. চলে গেছে।

জগাই। চলে গেছে ওঠ।

মাধাই। মাতাল ছিলাম, তাই মেরে পালাল।

জগাই। এর প্রতিশোধ চাই।

মাধাই। ওর ঘরে আগুন লাগাবো।

জগাই। কাজীর কাছে নালিশ করবো।

উভয়ে। দেখে নেবো ব্যাটাকে দেখে নেবো।

[বলতে বলতে উভয়ের প্রস্থান

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অদ্বৈত আচার্যের বহির্বাটি।

গীতকণ্ঠে হরিদাসের প্রবেশ।

হরিদাস।—

গীত

দেখা দাও—দেখা দাও—দেখা দাও—
দেখা দাও নারায়ণ
কাঁদিছে ধরণী, বাঁচাও তাহারে
কোথায় মধুসূদন
মানুষ আজিকে পথহারা দিশেহারা,
চারিদিকে তার তমসার ঘন কারা,
আলো দাও তারে, প্রাণ দাও তারে
হে প্রভু জীব জীবন।

অদ্বৈত আচার্যের প্রবেশ।

অদ্বৈত। ধন্য ধন্য তুমি হরিদাস, জানিনা আমার তিলতর্পনে, তাঁর আসন টলছে কিনা? কিন্তু তোমার ভক্তি রস ধারায়, বৈকুণ্ঠ এবার ভেসে যাবেই। স্বতঃস্ফূর্ত হরিনাম তোমার মুখে। তুমি পরম বৈষ্ণব। তুমি ভক্ত। ভক্ত বৎসল হরি তোমাকে জন্ম থেকেই হরি নামে দীক্ষা দিয়েছেন। আমি তোমাকে কি দীক্ষা দেবো। এস তোমাকে আলিঙ্গন করি!

হরিদাস। নীচ আমি, অতিদীন, যবনকে বৈষ্ণব বলে আলিঙ্গন করলেন। এ আমার কি সৌভাগ্য। আমি জানি প্রভু আপনিই আমাকে উদ্ধার করতে পারেন, আর কেউ নয়। আপনি আমাকে কৃষ্ণ নামে দীক্ষা দিন প্রভু।

অদ্বৈত। আমি জানি হরিদাস, তুমি মহাজন, তবু কৃষ্ণ প্রেম-ধর্ম প্রবর্তনে লোক শিক্ষার জন্য আমি তোমাকে সেই মহামন্ত্রে দীক্ষা দেবো—। নামী হতে নাম বড়।. সেই নাম মন্ত্র তুমি গ্রহণ কর।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

হরিদাস। [সুরে] হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাং।
রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব রক্ষ মাং॥

[গাইতে গাইতে হরিদাসের প্রস্থান।

দ্রুত শ্রীবাসের প্রবেশ।

শ্রীবাস। কৃষ্ণ কেশব আর আমাদের কিছুই করতে পারবেন না।

অদ্বৈত। আসুন—আসুন—শ্রীবাস পণ্ডিত? কি সংবাদ।

শ্রীবাস। সংবাদ কিছুই নেই আচার্য, শুধু জানতে এলাম, কোথায় আপনার কৃষ্ণ কেশব? তিনি কি এখনও বৈকুণ্ঠে ঘুমোচ্ছেন? যোগনিদ্রা আর ভাঙবে কবে? আমিতো তখনই বলেছিলাম, ওই পাষাণ দেবতাকে, ডেকে কোন লাভ হবে না—কোন লাভ নেই।

অদ্বৈত। এত উত্তেজনা কেন শ্রীবাস? তুমি পণ্ডিত লোক এত সহজে উতলা হলে কি চলে? কি হয়েছে?

শ্রীবাস। হবে আর কি ছাই, বৈষ্ণব হয়ে হরিনাম করা কি অপরাধ?

অদ্বৈত। কেন কে বলেছে অপরাধ?

শ্রীবাস। কে না বলেছে তাই বলুন?

অদ্বৈত। স্পষ্ট করে বল শ্রীবাস, কি তুমি, বলতে চাও?

শ্রীবাস। শুনি বিশ্বের নিয়ন্তা বিষ্ণু নারায়ন। তাই যদি হয়, তবে কেন আমাদের এই দুর্দশা? হরিনাম করে কেন হরিদাসকে বাইশ বাজারে মার খেতে হয়। কেন সেদিনের ছেলে আপনাদের বিদ্যাগর্বী নিমাই এইভাবে আমাকে অপমান করে।

অদ্বৈত। হাঃ-হাঃ-হাঃ। আসলে তুমি বিদ্যাসাগর, তর্ক কেশরীর দ্বারা লঞ্ছিত হয়েছো। এই তো? কিন্তু তুমি একথা ভুলে গেলে কেন—সে যে বিদ্যাসাগর, সাগরের ঢেউ থাকবে না? সে যে তর্ক কেশরী—, কেশরী তার কেশর ফুলাবে না? আঘাত সে দেবেই। দেখোনি নিমাই এর কেমন ঢেউ খেলান চাঁচর কেশ?

শ্রীবাস। আপনি আমাকে উপহাস করছেন আচার্য?

অদ্বৈত। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা!
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয় সদা হরি॥

তৃণ থেকে সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, নিরভিমান এবং সর্বদা হরিনাম কীর্তন, এই বৈষ্ণবের ধর্ম, একথা তো ভুললে চলবে না শ্রীবাস।

শ্রীবাস। ওই সব মিথ্যা জ্ঞানের স্তোকবাক্যে আজ আর মানুষ ভুলতে চাইছে না। তারা আর কত অত্যাচার সহ্য করবে?

দেশের হাজার হাজার লোক আজ মুসলমান হয়ে গেল, ব্রাহ্মণ্যধর্মের অত্যাচারে, তান্ত্রিকদের ব্যাভিচারে দেশ ছেয়ে গেল। জগাই মাধাই এর অনাচারে, বৌ ঝি নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে পথে হাঁটা যায় না। মানুষ আজ এত কাপুরুষ হয়েছে, যে, কেউ যদি, কাউকে তার সামনে হত্যাও করে, সে একটা কথা বলবে না। নীরব দর্শক হয়ে সেই হত্যাকাণ্ড দেখবে।

অদ্বৈত। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ।

শ্রীবাস। কি আছে আমাদের? আমাদের কোন শক্তি নেই। ওই যারা মদ খায়, যারা পরস্ব অপহরণকারী দস্যু, যারা নারীকে লাঞ্ছিত করে, ধর্ষণ করে, যারা অসহায় পথচারীকে হত্যা করে, শক্তি তাদের, ভগবান তাদের, ভগবান আমাদের কেউ নয়।

এক অত্যাচারিত নারীর প্রবেশ।

নারী। হ্যাঁ, হ্যাঁ ভগবান তাদের, শক্তি তাদের, ভগবান অমাদের কেউ নয়।

অদ্বৈত। কে, কে তুমি জননী?

নারী। দেখতে পাচ্ছ না। আমি এক লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা বঙ্গনারী। শয়তানেরা দল বেঁধে এল, আমার স্বামীকে আমার সামনেই হত্যা করলো, ছেলে দুটোকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল। তারা চীৎকার করে উঠল, মা—মা মাগো—আমরা পুড়ে ম'লাম মা। আমি—আমি—যেতে পারলাম না। আমাকে ওরা যেতে দিল না, মুখ বেঁধে নিয়ে গেল, তারপর? না—না—না সে কথা আমি বলতে পারবো না—[মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে] আমার সব গেছে, আমার সবগেছে।

অদ্বৈত। [চীৎকার করে ওঠেন] ভগবান।

দ্রুত নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। আচার্যদেব। আরে শ্রীবাস কাকা আপনিও এখানে? তাই আপনাকে বাড়ীতে পাইনি। [আচার্য ও শ্রীবাসকে প্রণাম] আচার্য, মা আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন। আপনি আর শ্রীবাস কাকা না থাকলে কিছুতেই হবে না। সীতা মাসিমাকে নিয়ে আপনি অবশ্য যাবেন। মা কিন্তু বারবার করে বলে দিয়েছেন। বাবার পিণ্ড দানের জন্যে, একবার গয়া যেতে হবে। আমাকে সেকথাও একটু আলোচনা করতে হবে আপনার সঙ্গে, আমি এখন আসি।

[প্রস্থান।

নারী। কেও—ওকে? ওই তো আমাকে স্বপনে বলে দিয়ে গেল। অদ্বৈত আশ্রমে যাও—তোমার সব গ্লানি দূর হয়ে যাবে। এ আমি কি দেখলাম, এ আমি কাকে দেখলাম? আমি ওকে দেখবো—আবার দেখবো—

[প্রস্থান

শ্রীবাস। মুহূর্তে একি ঘটে গেল? আচার্য?

অদ্বৈত। শ্রীবাস? ডাকলে?

শ্রীবাস। ও কিসের পত্র আচার্য?

অদ্বৈত। পত্র? কোথায় পত্র?

শ্রীবাস। ওই তো আপনার হাতে। নিমাই এসেছিল যে, এই পত্র দিয়ে গেল আপনাকে।

অদ্বৈত। নিমাই এসেছিল?

শ্রীবাস। হ্যাঁ—নিমাই এসে কত কথা বলে গেল আপনাকে।

অদ্বৈত। কিন্তু আমি যে দেখলাম,

"শঙ্খ চক্র ধরং বিষ্ণু দ্বিভূজং, পীত বাসসম্।"

আমি দেখলাম শঙ্খ চক্রধারী দ্বিভূজ পীত বসন পরিধানে, স্বয়ং বিষ্ণু আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন ভয় নেই ভয় নেই—আমিতো এসেছি। মাধব মন্ত্র জপ কর।

মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।

স্মরন্তি মাধবঃ সর্বে সর্ব কার্যেষু মাধব।

শ্রীবাস। নিমাই এর উপরে আর আমার এতটুকু অভিমান নেই। আচার্য এইবার নিমাইএর চিঠিটা পাঠ করুন।

অদ্বৈত। ও হ্যাঁ পড়তো তুমিই চিঠিটা পড়ো। [পত্র দিলেন]

শ্রীবাস। ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ।

অদ্বৈত। প্রজাপতয়ে নমঃ ···—? সে কি হে বিয়ের চিঠি বুঝি ?

শ্রীবাস। হ্যাঁ····হ্যাঁ···নিমাইয়ের বিয়ে·········।

অদ্বৈত। নিমাইয়ের বিয়ে ? কার মেয়ে ? কোথায় বিয়ে ?

শ্রীবাস। রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের জ্যেষ্ঠাকন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে।

অদ্বৈত। বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে ? বা বা বা [আনন্দে উৎফুল্ল হয়] বেশ হবে। সুন্দর হবে। আমি তো জানি বিষ্ণুপ্রিয়াকে, বড় ভাল মেয়ে। দাওতো চিঠিটা—ওকে একটু বলে আসি—ওগো শুনছো আমাদের নবদ্বীপে যেতে হবে, শচীদেবী চিঠি দিয়েছেন,

নিমাইয়ের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিয়ে। নিমাইয়ের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিয়ে।

[প্রস্থান।

শ্রীবাস। নিমাইয়ের বিয়ে—জগন্নাথদা বেঁচে নেই। আমাদেরই তো সব দেখতে হবে। আমিও যাই নবদ্বীপে। না-না-না আর অভিমান নয়, এবারে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করতে হবে নিমাইকে—আর নববধূ বিষ্ণুপ্রিয়াকে।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

[সানাই বেজে চলেছে—পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত আসন।

নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রিয়া—বিষ্ণুপ্রিয়া।

পানের ডিবে হাতে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কিগো অমন করে জোরে জোরে ডাকছো কেন, আস্তে ডাকা যায় না বুঝি?

নিমাই। কিসের ভয় শুনি, বাড়ীতে তোমার ভাসুরও নেই, শ্বশুরও নেই। আছে একমাত্র মা। আর মা তো চান, তুমি দিনরাত্রি আমার কাছে কাছে থাকো।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আহা, সব সময়েই তোমার কাছে থাকি, মা তাই চান? মিথ্যুক।

নিমাই। মিথ্যুক? আমি মিথ্যুক? আচ্ছা মাকে এখনই ডেকে জিজ্ঞাসা করছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওমা, সে কি কথাগো? মাকে ডাকবে কি?

নিমাই। ডাকবো না? তুমি আমাকে মিথ্যুক বলো? আমি একজন "বাদীসিংহ-তর্ককেশরী" কত লোকে আমাকে মান্যি গণ্যি করে, আর তুমি সেদিনের একরত্তি মেয়ে—

বিষ্ণুপ্রিয়া। [হেসে ওঠে খিল খিল করে] আমি একরত্তি মেয়ে। তবেই হয়েছে।

নিমাই। সে তুমি যাই হওনা কেন, আমি মিথ্যুক অপবাদ কিছুতেই সইতে পারবো না। আমি মাকে ডাকবোই। মা—মা —মাগো—

বিষ্ণুপ্রিয়া। রইল তোমার পান, আমি চল্লাম।

নিমাই। ইস্ যাও দেখি [বিষ্ণুপ্রিয়ার অাঁচল ধরেন]

বিষ্ণুপ্রিয়া। ধরে রেখেছো যে? ছাড়, আমাকে যেতে দাও। মা হয়তো এখনি এসে হাজির হবেন। আচ্ছা তুমি কি? এর জন্যে তুমি মাকে ডাকলে? ছাড়।

নিমাই। ছেড়ে দিচ্ছি বটে, কিন্তু যেতে আমি দেবো না। চুপ করে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকো। মা আসুন, তার পর তোমার বিচার হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। বেশ আসুন মা, বিচার হোক। বিচারে তুমি যদি হারো?

নিমাই। আমি হারবোই না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। না বলছি যদি হারো।

নিমাই। হারলে শাস্তি হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। জান কি সে শাস্তি?

নিমাই। কি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তিনদিন বাক্যালাপ বন্ধ। মান করে সোজা হয়ে বসে থাকবো।

নিমাই। মান ভাঙ্গানো এমনি কি কঠিন? কবি জয়দেবের স্মরণ নেবো।

বিষ্ণুপ্রিয়া। জয়দেব?

নিমাই। হ্যাঁগো, এমন করে বসে পড়ে বলবো [পায়ের কাছে বসে পড়ে]

প্রিয়ে মুগ্ধময়ি—

স্মরগরল খণ্ডনম্, মমশিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদ-পল্লব মুদারম্ ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া—ছিঃ-ছি-ছিঃ ওঠ ওঠ [হাত ধরে] এমন কথা মুখ দিয়ে বলে, এতে আমার পাপ হয় জান? [বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইকে হাত ধরে ওঠায় এবং প্রণাম করে। নিমাই দুই হাতে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়।]

শচীমাতার প্রবেশ।

শচীমাতা। নিমাই। [শচীমাতার ডাকে ওরা আচমকা বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়ায়।] ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কাঞ্চন বললে তুই নাকি আমাকে ডেকেছিস্।

নিমাই। হ্যাঁ ডেকেছিলাম, মানে,—[বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে তাকায়

নিমাই, বিষ্ণুপ্রিয়া ইঙ্গিতে জানায়, নিমাই যেন কিছু না বলে। ফ্যাকাসে মুখে বিষ্ণুপ্রিয়া দাঁড়িয়ে থাকে।] আচ্ছা মা, কাঞ্চন কি করে জানলো। আমি তোমাকে ডেকেছি?

শচীমাতা। পাগল ছেলের কথা শোন, ওদের বয়সে আমরাও কত আড়ি পেতেছি।

নিমাই। কি কাঞ্চন আমার ঘরে আড়ি পেতেছিল? কোথায় গেল সে? এতবড় সাহস, আমার ঘরে আড়ি। কাঞ্চন, কাঞ্চন!

[দৌড়ে প্রস্থান করে নিমাই।

শচীমাতা। কি হয়েছে বৌমা।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কিছু হয়নি মা, শুধু শুধু আপনার ছেলে—

কাঞ্চন দৌড়ে প্রবেশ করে তার পিছনে নিমাই।

কাঞ্চন। মাসীমা—নিমুদা আমাকে মারবে। [শচীমাতার পিছনে দাঁড়ায়]

নিমাই। কি মায়ের পিছনে লুকালে কি হবে? মেরে তোকে —[হাত উঁচু করে মারতে যায়]

কাঞ্চন। উঃ— মাথা নিচু করে বসে পড়ে এবং একদৌড়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়] ভাল হবে না কিন্তু নিমুদা, সই-এর ঘরে আড়ি পেতেছি, বেশ করেছি।

নিমাই। আবার বেশ করেছি—দেখবি?

কাঞ্চন। কি করবে তুমি? গর্দান নেবে? [জিব কাটে]

নিমাই। দেখো মা দেখো, মুখপুড়ী আমাকে মুখ ভেঙাচ্ছে।

কাঞ্চন। ইস্ আবার নালিশ হচ্ছে, হ্যাঁ নিমুদা বৌ-এর পা ধরে কি হচ্ছিল?

শচীমাতা। [মৃদু হেসে] তোরা যা হয় কর বাপু, আমি চললাম।

[শচীমাতার প্রস্থান।

কাঞ্চন। আচ্ছা নিমুদা, তুমিতো ভারি বোকা, একটু যদি আড়ি না পাতি, বৌ-এর সঙ্গে তোমার ভাব হবে কি করে? নতুন বৌ-এর ঘরে আড়ি পাততে হয় জান?

কাঞ্চন—[সুরে] কেমন করে ভাব হবে, বৌ
যদি আড়ি না পাতি ঘরে।
বরের পানে চাও দেখি বৌ
চাও নয়ন ভরে॥
মিলনের মাধুরিমায়
নয়নের কাজল ঝিমায়
জোছনায় চকোরী হায়,
চাঁদের মায়া ডোরে॥

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেউ আড়ি পেতেছে শুনলে ভারি লজ্জা করে আমার।

কাঞ্চন। আর পুরুষদের হয় ভারি রাগ। ধরে এই মারে তো ঐ মারে। তাই না নিমু দা?

[বিষ্ণুপ্রিয়া ও কাঞ্চন হেসে ওঠে। নিমাই কি করবেন বুঝতে পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠেন। তখন ওদের হাসি থেমে গেছে।]

কাঞ্চন। রাত অনেক হয়েছে। রাগ কোরো না নিমুদা

এইবার আসি। যাই বলনা নিমুদা, তুমি যখন, "দেহি পদ পল্লব মুদারম্" বলছিলে, আমি যেন দেখতে পেলাম শ্রীরাধিকার পায়ের কাছে বসে, শ্রীকৃষ্ণ তার মান ভাঙাছেন। সেই যুগল মূর্তি দেখে নয়ন আমার সার্থক হয়েছে—নিমুদা, নয়ন আমার সার্থক হয়েছে।

[প্রস্থান।

নিমাই। শুনলে তো কাঞ্চন কি বলে গেল?

বিষ্ণুপ্রিয়া। [চোখে মুখে হাসি] সে যাই বলুক না কেন, আমার বিচারের কি হোলো?

নিমাই। ওই যা, একেবারেই ভুলে গেছি। ওই কাঞ্চনটা এসেই সব মাটি করে দিল। না হলে মাকে দিয়ে এমন একটা কাজীর বিচার করতাম।

বিষ্ণুপ্রিয়া। না গো মশাই, ইচ্ছে করেই তুমি ভুলে গেছ। বলো, তাই না?

নিমাই। [বাহুবন্ধনে নেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে] সত্যি তাই। প্রিয়া তুমি এসে মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়েছো। আমাকে দিয়েছো প্রাণ। সারাটা দিন ছাত্রদের নিয়ে টোলে থাকি, দুটো মনের কথা বলারও সময় পাই না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। সারাদিন তোমাকে দেখার জন্য মনটা আমার হরিণীর মত ছুটে বেড়ায়। তোমাকে না দেখে আমি এক মুহূর্ত থাকতে পারি না।

নিমাই। কিন্তু আমাকে যে একবার বাবার কাজে গয়ায় যেতে হবে তখন কি করে থাকবে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি গয়ায় কবে যাবে? [আতঙ্কিত হয়ে]

নিমাই। না—না—না, এখন নয়, সে পরের কথা পরে। এখন শুধু তুমি আর আমি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি আর আমি?

নিমাই। [আরও কাছে নিয়ে] হ্যাঁ শুধু তুমি আর আমি। তুমি আমার আবার আত্মীয়। প্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমার রূপে আমি রূপময়, তোমার প্রেমে এ ধরণী মধুময়। ঐ দেখ প্রিয়া গঙ্গার ওপারে রূপালী চাঁদ। তরঙ্গে তরঙ্গে হাতছানি দিয়ে ডাকছে সুরধনী, যাবে যাবে ওই সুরধনী তীরে। এ রাত জেগে থাকার রাত, বলো বলো প্রিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া। [গান অথবা আবৃত্তি]

বঁধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাননাথ হও তুমি।
তোমার চরণে আমার পরানে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসী
সব সমর্পিয়া—একমন হইয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী।

[বিষ্ণুপ্রিয়াকে বাহুবন্ধনে রেখে নিমাই বেরিয়ে যান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

[গঙ্গার তীর]

নিমাই-এর বেশে চাপাল-গোপাল। হাতে তার
মদের বোতল, মুখে বিকৃত সুরের গান।

চাপাল - [সুরে] বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ,
দেহমন আদি, তোমারে সঁপেছি,
কুলশীল জাতি মান,

বামুনের ছেলে, মদ খাই, অখাদ্য মাংস খাই, তন্ত্র মতে নারী সাধন করি, কুল শীল জাতি মান, আর কি আছে কিছু। ঘণ্টা আছে। শুনেছি কিছুদিন হোলো নিমাই গয়ায় গেছে। বাপের পিণ্ডী দিতে। তাই মনের সাধে, নিমাই সেজে, গঙ্গার ধারে ঘোরাঘুরি কচ্ছি। যদি কোন নারী পাই।

লাঞ্ছিতা নারির প্রবেশ।

নারী। কে—কেগো তুমি? তুমি কে? তুমি কি সেই।

চাপাল। চেয়ে দেখো প্রিয়ে আমি সেই, তোমার জন্যই গঙ্গাতীরে অপেক্ষা করছি।

নারী। আমার জন্য? কেন?

চাপাল। তোমাকে নিয়ে যাব বলে।

নারী। কোথায়?

চাপাল। মোক্ষধামে।

নারী! কেন? সেখানে যাব কেন?

চাপাল। বাবার ভোগে লাগবে। বাবা উচ্ছিষ্ট করে দিলে তবে আমরা। আমাকে দেখে তোমার পছন্দ হচ্ছে না প্রিয়ে? প্রিয়ে—প্রিয়ে—প্রিয়ে [একটু একটু করে এগোয়] জুইফুল পাইনি তো, তাই গাঁদা ফুলের মালা পরেছি। কেমন মানিয়েছে বল?

নারী। সরে যাও—সরে যাও, সে গৌরকান্তি তুমি নও, তাকে দেখতেই তো গঙ্গার ঘাটে আসি।

চাপাল। তার বদলে এখন দেখতে হবে আমাকেই, সে এখন গয়ায়।

নারী। তবু তাকেই আমি খুজে বেড়াবো। যতদিন বাঁচবো ততদিন খুজবো।

আগমবাগীশের প্রবেশ।

আগমবাগীশ। কাকে তুমি খুজে বেড়াবে? কে তুমি?

নারী। [আর্তনাদ করে ওঠে] আঃ—কে আছ কোথায় আমাকে বাঁচাও—এরা তান্ত্রিক—এরা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে—বিবস্ত্র করবে—মদ খাওয়াবে।

আগমবাগীশ। চুপ কর।

নারী। [ভয়ে বিহ্বল হয়ে] না। [মর্মভেদী চিৎকার]

দ্রুত চাঁদ কাঁজীর প্রবেশ।

কাজী। কার এ আর্তনাদ? কে এমন করে মর্মভেদী আর্তনাদ করে। কি হয়েছে মা?

নারী। এরা—এরা আমাকে নিয়ে যাবে। আমি জানি ওরা

তান্ত্রিক। ওরা নারী সাধন করে, ওরা ব্যাভিচারী—ঐ লোকটা —ওই আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। [চাপালকে নির্দেশ করে]

কাজী। তোমার কোন ভয় নেই মা। আমি তোমাকে আশ্রয় দেবো।

নারী। আশ্রয় দেবে? আমার যে কেউ নেই।

কাজী। যার কেউ নেই, তার খোদাতালা আছেন। এই কে আছ?

একজন মুসলমান পাইকের প্রবেশ।

আমার মাকে বজরায় নিয়ে যাও।

আগমবাগীশ। না কাজী সাহেব, আপনি আমাদের ধর্মের উপরে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। নারী সাধন আমাদের তন্ত্র-সাধনার অঙ্গ। চাপাল নারীকে তুমি আমার আশ্রমে নিয়ে যাও

কাজী। না তা হবে না আগমবাগীশ। আমি ওকে আশ্রয় দিয়েছি, ওকে আমি চাঁদপুরে নিয়ে যাব, এই ওকে নিয়ে যাও।

আগমবাগীশ। তা আপনি পারবেন না কাজী সাহেব। এ নারী আমার উপযুক্ত আধার একে আমি ছেড়ে দিতে পারি না। ছেড়ে দেবো না।

কাজী। আমি ওকে নিয়ে যাবোই।

আগমবাগীশ। আমি নিয়ে যেতে দেবো না?

কাজী। সাবধান আগমবাগীশ।

আগমবাগীশ। কাজী সাহেব।

কাজী। আগমবাগীশ।

আগমবাগীশ। রক্তচক্ষু আপনি আমাকে দেখাবেন না কাজী-

সাহেব। আপনি নবাব হুসেন শাহের দৌহিত্র তা আমি জানি। জানবেন শুধু তাইতেই আমার আক্রোশ থেকে আপনি রেহাই পাবেন না। পিরালি গাঁয়ে, শিবির স্থাপন করে, শক্ত ভূমি এই নবদ্বীপ বিদ্যাতীর্থ, হুসেন শাহ নবাবী পেয়ে নির্বিচারে ধ্বংস করেছিলেন, জনপদ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মন্দির চূর্ণ করে, পৈশাচিক হত্যালীলা চালিয়েছিলেন—এই পুণ্য ভূমিতে। কিন্তু তারপর ?

কাজী। তারপর কি ?

আগমবাগীশ। তারপর নিশীথরাত্রে হোসেন শাহ, মহাকালীকার স্বপ্ন দেখে, চমকে উঠলেন—ভয়ে, আতঙ্কে। ধ্বংসকৃত নবদ্বীপকে আবার নতুন করে গড়ে দিতে চাইলেন, ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের কাছে। আমি সেই ব্রাহ্মণ, আমি সেই মহাকালিকার তন্ত্রসাধক। ওই হিন্দুনারীকে আপনি কিছুতেই নিয়ে যেতে পারবেন না। চাপাল, কি কচ্ছ নিয়ে যাও নারীকে। [চাপাল এগিয়ে আসে]

কাজী। খবরদার; মায়ের গায়ে হাত দিয়েছো কি এই তরবারি দিয়ে তোমার মাথা আমি খণ্ডিত করবো। [তরবারি মুক্ত করেন]

চাপাল। ওরে বাপরে, এ যে ঝক ঝক কচ্ছে ইস্পাতের তরবারি, গলায় পড়লে যে একেবারে ছিন্নমস্তা হয়ে যাবো রে বাবা। গুরু পালিয়ে আসুন, ভেক যখন নিয়েছি ভিক্ষে পেয়ে যাবো আসুন পালাই, অন্য নারী খুঁজে দেবো আসুন। সেলাম কাজী সাহেব সেলাম। [দ্রুত প্রস্থান।

আগমবাগীশ। ব্রাহ্মণ যবনের তরবারির ভয় করে না। নারী তুমি আমার সঙ্গে চলে এস।

নারী। না আমি মুসলমান হবো, তবু তোমার সঙ্গে যাব না।

অদ্বৈত আচার্যের প্রবেশ

অদ্বৈত। না—মা, তুমি কেন মুসলমান হয়ে ধর্মত্যাগ করবে? কাজী সাহেব আপনার জয় হোক।

আগমবাগীশ। কাজী সাহেবের জয় দিয়ে, হিন্দুকে মুসলমানের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন না, কমলাক্ষ ব্রাহ্মণ।

কাজী। আচার্য্য অদ্বৈত, আপনি আমার সেলাম গ্রহণ করুন। জননীকে আপনি যদি আশ্রয় দেন, আপনি ওকে আমার বজরা থেকে নিয়ে যাবেন। আমিই জলঙ্গী পার করে দেবো। বান্দা মাকে নিয়ে যাও।

নারী। আমকে তুমি বাঁচালে বাবা—আমাকে তুমি বাঁচালে।

[বান্দার সঙ্গে প্রস্থান।

আগমবাগীস। এমন করেই তরবারির জোরে আপনারা অগনিত হিন্দুকে মুসলমান করেছেন, আজও করছেন! এক জুটেছেন আপনারা আর এই বৈষ্ণবেরা ছিল কমলাক্ষ ব্রাহ্মণ, হয়েছে হরি ভজা অদ্বৈত আচার্য্য। একদিকে তরবারি, অন্তদিকে হরি হরি। এই শাক্তভূমি, নবদ্বীপে ও কোনটারই স্থান নেই। আসুক নিমাই পণ্ডিত গয়া থেকে ফিরে, সে আমার সতীর্থ, আমরা দুজনে এই নবদ্বীপে এমন তন্ত্র সাধন আরম্ভ করবো। যার প্রচণ্ড প্রকোপে আপনার মাতামহের মত আপনার মাথাটিও আমাদের পায়ের তলায় এসে লোটাবে।

[প্রস্থান

কাজী। ওরা সব সময়েই মদে মত্ত থাকেন, আচার্য কিছু মনে করবেন না।

অদ্বৈত। আগমবাগীশের কথায় আমি কিছু মনে করিনি। আমি একটা অভিযোগ নিয়ে এসেছি কাজী সাহেব।

কাজী। অভিযোগ?

অদ্বৈত। আমরা যে ঘরে বসে নির্বিরোধে হরিনাম করতে পাচ্ছি না আপনি দেশের রাজা—শুনলাম নবদ্বীপ পরিক্রমায় বেরিয়েছেন তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

কাজী। হ্যাঁ আমি শুনেছি নিমাই পণ্ডিত খুব বৈষ্ণব বিদ্বেষী। পথে ঘাটে আপনাদের অপমান করেন।

অদ্বৈত। নিমাইয়ের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ নেই।

কাজী। তবে কার বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ?

অদ্বৈত। রাজ কোটাল মাধব আর জগন্নাথ।

কাজী। রাজকোষে ওরা অনেক অর্থ দেয়, হুসেন শাহের ওরা প্রিয় পাত্র। আমি ওদের কিছুই করতে পারবো না।

অদ্বৈত। আপনি নবদ্বীপের রাজা, আপনি ওদের কিছুই করতে পারবেন না?

কাজী। আমি নবদ্বীপের রাজা নই। রাজা ঐ মাধব আর জগন্নাথ। আমি একজন রাজপ্রতিনিধি ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজকোষে যারা অর্থ দিয়ে ভরে দেয় রাজা তাদেরও ভয় করেন। তাই জগাই-মাধাইয়ের অত্যাচার সত্য হলেও হুসেন শাহের কাছে তা কোনদিন সত্য হবে না। আমি জানলেও না। সত্যকে সত্য বলবার অধিকার আমার নেই। আমরা এমনই হতভাগা। রাজ-শক্তিকে অমান্য করে রাজরোষ আমি মাথায় নিতে পারবো না। আচার্য আমাকে ক্ষমা করবেন। সেলাম।

[প্রস্থান।

অদ্বৈত। যে দেশের রাজা জগাই-মাধাই সে দেশে মনুষ্যধর্ম বিপন্ন হবেই। শুধু অর্থ আর আত্মসুখ, এইতো হয়েছে যুগধর্ম, অসত্য, অনাচার-অবিদ্যা, ব্যাভিচার মানুষকে আজ কোন অবক্ষয়ের কিনারায় নিয়ে চলেছে? মানুষের মধ্যে মানুষের ধর্ম রইল না। ধর্মের গ্লানি হলে তুমি নাকি তোমাকে সৃজন কর নারায়নণ সেদিনের আর কতদিন বাকী...কতদিন · কতদিন...?

গীতকণ্ঠে হরিদাসের প্রবেশ।

হরিদাস। [গান] ওরে ভাবনা কিরে,
আসবেরে দিন আসবে,
সেদিন আসবে।
আমার মন বলে, হরিপ্রেমের শ্রোতে
ভাসবে নদীয়া ভাসবে॥

অদ্বৈত। হরিদাস তুমি একথা বলছো? না-না-না সেদিন আর আসবে না।

হরিদাস। আমি যে শুনেছি বাইশ-বাজারে,
আমি যে দেখেছি, হাজারে হাজারে
মানুষ কাঁদে অঝোর ধারায়।
তাই, আঁধার আকাশে, তমসা বিনাশে
পূর্ণচন্দ্র হাসবে॥

———

পঞ্চম দৃশ্য।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘর।

পুষ্পমাল্য হস্তে বিষন্ন বদনে গীতকণ্ঠে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ

বিষ্ণুপ্রিয়া— গান।

হরিগেল মধুপুর আমি কুলবালা
বিপথে পড়িল যেন মালতীর মালা।
কুঞ্জের দ্বারে ওই কে দাঁড়ায়ে
দেখ দেখি ওগো ও সজনী।
ওকি সৌদামিনীর মেঘের গায়
নাকি পীত বসন দেখা যায়।
বল দেখি গো ও সজনী॥
কেমনে বাঞ্চিব আমি বল দিন রজনী। (ক্রন্দন)

কাঞ্চনের প্রবেশ

কাঞ্চন। সই আর কাঁদিসনে ভাই। গয়ায় মেসোমশাই-এর কাজে গিয়েছে নিমুদা, তুই যদি ঘরে বসে বসে কাঁদিস, তার কাজে বাধা পড়বে যে। ঐ ফুলের মালা বিগ্রহ লক্ষ্মী নারায়নের গলায় দিলেই তাঁর গলায় দেওয়া হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। [চোখে জল] কাঞ্চন আমি যে তাকে একদণ্ড না দেখে থাকতে পারিনে। আমায় বলেছিলেন প্রিয়া তোমাকে

ছেড়ে আমি বেশীদিন বিদেশে থাকতে পারবো না, শীতের মধ্যেই ফিরবো। সত্যি আমি আর পাচ্ছি না কাঞ্চন। বল, আমি আর কতদিন ধৈর্য্য ধরে থাকবো ?

কাঞ্চন। আর বেশীদিন নয়, সত্যি বলছি, নিমুদা শিগ্রই এসে যাবে।

দ্রুত শচীমাতার প্রবেশ

শচীমাতা। বৌমা—ও বৌমা, বৌমা নিমাই এসে গেছে দেখবে এস—।

[দ্রুত প্রস্থান।

[নেপথ্যে ও কাঞ্চন বৌকে নিয়ে আয়।]

কাঞ্চন। কিগো সখী এইবার ? [দুইহাতে বিষ্ণুপ্রিয়াকে জড়িয়ে ধরে।]

বিষ্ণুপ্রিয়া। [হেসে] ওরে দুষ্টু, ছাড় ছাড় লাগছে।

কাঞ্চন। লাগছে বুঝি ? লাগুক আর নাই লাগুক, আগে ভাগে আমিতো তোকে একটা চুমো খেয়ে নেই। [কাঞ্চন বিষ্ণুপ্রিয়ার গালে একটা চুমো খায়]

বিষ্ণুপ্রিয়া। আহা ঢং [ঠেলে দিয়ে]

কাঞ্চন। ঢং বই কি, একশোবার ঢং।

[সুরে] বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে
দেখা না হইতো পরান গেলে।
এতেক সহিল অবলা বলে
ফাটিয়া যাইতো পাষাণ হলে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। গাইবিনা—গাইবিনা—এই গান ?

কাঞ্চন। নারে বলবো।

[সুরে] দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলতো ভাল॥
এসব দুখ কিছুনা গনি।
তোমার কুশল কুশল মানি॥

প্রান-নাথকে দেখবি আয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার কেমন লজ্জা কচ্ছে, আমি যাবো না।

কাঞ্চন। মলো যা, তা যাবে কেন? এতক্ষণ তো খুব হেঁদুচ্ছিলে। "না দেখলে বাঁচিনা, আর কতকাল ধৈর্য ধরবো। ন্যাকা চল—

[বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঠেলা দিতে দিতে নিয়ে চলে কাঞ্চন। বিষ্ণুপ্রিয়ার যাবার ইচ্ছে আছে, তবু মুচকি হেসে থেমে থেমে যাচ্ছিলেন। কাঞ্চন তাকে ঠেলা দিতে দিতে নিয়ে গেলেন।]

নিমাই সহ শচীমাতার প্রবেশ

শচীমাতা। আয়—আয়-- বাবা—আয়।

নিমাই। [বিষন্ন উদাস ভাব] তুমি ভাল আছতো মা?

শচীমাতা। ভাল কি করে থাকবো বল? তুই থাকলি বিদেশে তোর কথা সব সময় ভেবে ভেবে মরি। তা হ্যাঁ বাবা তাঁর কাজ সু-সম্পন্ন হয়েছে তো?

নিমাই। হ্যাঁ মা গদাধরের পদক্ষেপে পিণ্ডদান থেকে দেখলাম, সে কি দেখলাম—

শচীমাতা। কিরে নিমাই?

নিমাই। কিছু বলছো মা।

শচীমাতা। আমি না হয় বুড়ো মানুষ, কিন্তু কচি বউটার কথা একটু ভেবে দেখতো।

নিমাই। কে ?

শচীমাতা। কেন বৌমা ?

নিমাই। না—না—আমার কেউ নেই—আমার কেউ নেই—আছে শুধু বংশী—ধারী। ওইতো—ওইতো গদাধরের পাদপদ্ম—ওইতো তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

নবীন জলধর শ্যামসুন্দর
মদনমোহন ঠাম।
নয়ন খঞ্জন হৃদয়রঞ্জন
গোপিনী বল্লভ শ্যাম॥
ধীর নর্ত্তন নূপুর গুঞ্জন
মুরলী মোহন তান।
কুসুম ভূষন গমন নিধূবন
হরণ গোপিনী প্রান॥
শ্রীপদ পঙ্কজ দেহিপদরজ।
শরন মাগিছে দান॥

আমি যাব। বৃন্দাবন যাব—আমি খুজবো—আমার শ্যামসুন্দরকে। তুমি বাড়ী ফিরে যাও—আমি যাবো না—আমি যাবো না। [চীৎকার]

শচীমাতা। নিমাই—নিমাই—বাবা আমার নিমাই।

নিমাই। এঁ্যা।

শচীমাতা। এসব তুই কি বল্‌ছিস বাবা ?

নিমাই। না মা কিছুই তো বলছি না।

শচীমাতা। তোর ক্ষিদে তেষ্টা কি কিছুই নেই? খাবি না। অন্যবার বিদেশ থেকে বাড়ী এসে কত আনন্দ করিস—কত কথা, কত হাসির লহরে বাড়ী ভরে যায়, এবার কি হয়েছে বাবা?

নিমাই। কিছু হয়নি মা, বাইরে অনেক লোক এলেন। কথায় কথায় দেরী হয়ে গেল। জান মা কি দেখলাম? আহা—সে কি দেখলাম। বাবার পিণ্ডদান করেছি—আর গদধরের পাদপদ্ম আলো করে—সেকি দেখলাম।

শচীমাতা। কি দেখলি? নিমাই?

নিমাই। বলবো মা সব বলবো। বড় ক্ষিদে পেয়েছে। আগে খেতে দাও মা।

শচীমাতা। ওই তো বৌমা আসছে। ভাতবেড়ে ডাকতে আসছে নিশ্চয়ই। তুই আয় আমি যাচ্ছি।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ

নিমাই। কৃষ্ণ কৃষ্ণ আমার কৃষ্ণ কানাই তুমি কোথায়? ও বাঁশী কোথায় বাজে? বৃন্দাবনে, চন্দ্রশেখর—গয়া নয় বৃন্দাবনে। আমি যাব আমি বৃন্দাবনে যাব।

বিষ্ণুপ্রিয়া। [হেসে] কি গো—এতদিন পরে মনে পড়লো? চল খাবে চল।

নিমাই। কে? কে? না—না জটিলা-কুটিলা পথে এসে দাঁড়িয়েছে, কোথায় নিয়ে এলে? কেন আয়ানের ঘরে, এরা আমাকে ধরে রাখতে চায়। না—না আমি যাব, আমি যাব।

[আবৃত্তি]—এই কি সেই বৃন্দাবন?
কই তবে ভ্রমর গুঞ্জন।

কই সেই মুরলীর ধ্বনি,
তান তরঙ্গিনী উন্মাদিনী কই ধায়,
কই পীতাম্বর মুরলী অধর—বামে রাধা বিনোদিনী,
কই ? কই ? কি হল আমার বৃন্দাবনে ? কই সে মাধব ?
মাধব　মাধব ?

[কাঁদিতে কাঁদিতে উদ্ভ্রান্তভাবে প্রস্থান।

বিষ্ণুপ্রিয়া। [কেঁদে] মা—মাগো—মা [চোখে জল পড়ে]

শচীমাতার দ্রুত প্রবেশ

শচীমাতা। কি হয়েছে—কি হয়েছে বৌমা, নিমাই কই ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। [কেঁদে] কথা বলতেই চীৎকার করে উঠলেন। তারপর উনি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন।

শচীমাতা। তাই নাকি ? কি বলে ছিলে তুমি ওকে ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি এমন কিছু বলিনি মা। [কেঁদে]

শচীমাতা। নিশ্চয়ই বলেছো। এইতো আমার সঙ্গে কত কথা বলছিলো। এর মধ্যে এমন কি ঘটলো ? যে রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। [কেঁদে] মা আপনার পা ছুঁয়ে বলছি মা। [পা ছুতে যান]

শচীমাতা। থাক—থাক—খুব হয়েছে। এতদিন পরে বাড়ী এল। দুটো ভাত পেটে পড়লো না। সেজে গুজে তো বিবি সেজে থাকো। সোয়ামীকে বশ করে একটু কাছে রাখতে পার না ? সে আমার অভিমানী ছেলে। নিমাই—নিমাই—নিমাই—

[প্রস্থান।

বিষ্ণুপ্রিয়া। [কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে] আপনি বিশ্বাস করুন মা। আমি তাকে কিছু বলিনি—কিছু বলিনি—কিছু বলিনি।

[কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

নবদ্বীপ গঙ্গাতীর।

চাপাল গোপালের কান ধরে টানতে টানতে জগাইয়ের প্রবেশ

চাপাল। আমিত কিছু করিনি, তবে আমাকে কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছো কেন?

জগাই। কান ধরে আনবো না কি তোকে পা ধরে আনবো? [কান ছেড়ে দিল] তুই শালা মদ খাস, মাংস খাস, নারী-সাধন করিস?

চাপাল। হ্যাঁ, মদ খাই, মাংস খাই, নারী-সাধন করি। আমরা যে তান্ত্রিক। তন্ত্রশব্দ ইক প্রত্যয়, তান্ত্রিক। তা তোমরা বাবার কাছে দীক্ষা নাওনা কেন? বাবা যখন মেয়ে ছেলেকে— দিগম্বরী সাজিয়ে মদ খাওয়ান। দেখনি তো?

জগাই। কি রকম, কি রকমরে শালা।

চাপাল। পঞ্চমুণ্ডী বোঝ তো? পাঁচটা মরা নারীর মাথা। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে ধূনীতে। একটা মরা মানুষের উপরে

বসে বাবা ধ্যান করছেন। আর মাঝে মাঝে ব্যোম—ব্যোম—ব্যোম তুড়ুক বাজি চলছে, এরই মাঝে আদেশ হলো—"কারণ বারি"।

জগাই। কারণ বারি মানে?

চাপাল। কারণ বারি জাননা—তাহলে তোমরা পেঁচী মাতাল।

জগাই। কি বল্লি আমরা পেঁচী মাতাল?

চাপাল। তা দপ্ করে জ্বলে উঠলে কেন? শোন ওই পেঁচী মানেই "কারণ বারি" পচাই অর্থাৎ মদ।

জগাই। ও তাই বল—তারপর তোর বাবা কি করলো?

চাপাল। তারপর—আবার তিনটে—ব্যোম—ব্যোম—ব্যোম॥ আর তিনটে—হুঁফট্—হুঁফট্—হুঁফট্ এইবার দেই চম্পট।

[একদৌড়ে পালিয়ে যেতে চায়]

মাধাইয়ের প্রবেশ

মাধাই। কোথায় পালাবি রে শালা। তোর জন্য মদ নিয়ে এলাম।

জগাই। মাধাই আমি ওকে এনেছিলাম কান ধরে, তুই ওকে নিয়ে আয় ঘাড় ধরে। [মাধাই চাপালের ঘাড় ধরে নিয়ে আসে] দে ওকে মদ দে। আমাকেও দে, তুইও খা। [তিন জন মদ খায়] এখন শোন যে জন্যে তোকে এনেছি।

চাপাল। কি জন্যে জগুদাদা?

মাধাই। চুপ কর শালা।

চাপাল। আমি বল্লাম দাদা, আর তুমি বললে শালা? জান এতে আমার দুঃক্ষ্ হয়েছে, খুব দুঃক্ষু হয়েছে।

জগাই। দুঃখু? খুব দুঃখু?

চাপাল। [কাঁদো কাঁদো হয়ে] হ্যাঁ খুব দুঃক্ষু।

মাধাই। কি নিমাই পণ্ডিতের দুঃখুর মত? সারাদিন কেষ্ট কেষ্ট করে আর ভেঁউ ভেঁউ করে কাঁদে।

জগাই। আর শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে, দেউড়ী বন্ধ করে সারা রাত কেত্তন করে। হরে কেষ্ট বলে চেঁচায়, আর ধেই ধেই করে নাচে।

মাধাই। ওই নামের আড্ডাটি আমাদের ভেঙে দিতে হবে।

চাপাল। বেশ দাও ভেঙ্গে।

জগাই। তোমাকে কিছু টাকাও আমরা দেবো।

চাপাল। মদ খাওয়াবে, আবার টাকাও দেবে? তাহলে শালার বাবাকে ছেড়ে দিয়ে তোমাদেরকেই বাবা বলবো?

মাধাই। বাঈজীর নাচ দেখেছো?

চাপাল। বাঈজীর নাচ? তাও দেখাবে?

জগাই। সারারাত তো আমরা সেখানেই পড়ে থাকি।

চাপাল। তাই নাকি? তা হলে আমিও পড়ে থাকবো, এখন কি করতে হবে তাই বলো।

মাধাই। যেতে হবে।

চাপাল। কোথায়?

জগাই। শ্রীবাসের আঙ্গিনায়, আমরা নগর কোটাল তো। নবদ্বীপ বাসীরা আমাদের কাছে নালিশ করেছে। সারারাত ঐ খোল পিটুনীতে কারও ঘুম হয় হচ্ছে না। আমরা একদিন গিয়েছিলাম ঢুকতে দেয়নি।

চাপাল। তা আমাকে ঢুকতে দেবে কেন?

মাধাই। তোমাকে ঢুকতে হবে না, তোমাকে মদ দেবো, আর গোমাংস দেবো—তাই শ্রীবাসের আঙ্গিনায় রেখে আসবে।

চাপাল। এ আর এমন কঠিন কাজ কি? আজ রাত্রেই তো?

মাধাই। সাবাস চাপাল—আমার গোপাল রে। তোমাকে আরও টাকা দেবো, আরও মদ দেবো।

চাপাল। আর বাঈজী নাচ? [অঙ্গ ভঙ্গি করে]

জগাই। সব দেবো—সব দেবো—তাহলে মাধাই তুই চাপালকে নিয়ে যা, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

মাধাই। চল চাপাল—এগিয়ে চল।

চাপাল। আমি তো এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছি। টাকা—মেয়েছেলে—আর মদ, এর চেয়ে জগতে আর আছে কি। [গুনে গুনে পা ফেলে চলে] মদ-মেয়েছেলে-টাকা। টাকা-মেয়েছেলে-মদ, মদ-টাকা-মেয়েছেলে। [প্রস্থান।

মাধাই। হুসেন শাহের সেনাপতি পরগল খাঁকে একটি সুন্দরী যুবতি উপঢৌকন দিতে হবে মনে আছে তো?

জগাই। আছে, গঙ্গার ঘাট থেকে দুএকটা মেয়ে তুলে নিতে হবে। শোন তুই না হলে হবে না। চল আমিও যাই। আমি ওই। বটগাছের আড়াসে থাকবো। তুই চাপালকে শুড়ীর দোকানে বসিয়ে দিয়ে চলে আসবি। চলে আয়—

মাধাই। চল। [উভয়ের প্রস্থান।

আগমবাগীশের প্রবেশ

আগমবাগীশ। চাপাল…? চাপাল….চাপাল….চাপাল? গেল কোথায় চাপাল?

বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ

বিদ্যাধর। তাকে আজ আর পাবেন না আগমবাগীশ।

আগমবাগীশ। কেন?

বিদ্যাধর। দেখলাম মাধাইয়ের সঙ্গে শুড়ীর দোকানে ঢুকলো।

আগমবাগীশ। মাধাইয়ের সঙ্গে শুড়ীর দোকানে?

নারদ চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ

নারদ। এই যে আগমবাগীশ মশাইও আছেন। বিদ্যাধরও আছো, এর একটা বিহিত না করলে, নবদ্বীপে আরতো বাস করা যায় না।

বিদ্যাধর। আমরা আপনার কাছেই এসেছিলাম।

আগমবাগীশ। কি নিমাইয়ের বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ?

নারদ। বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করায় তো দোষ নেই।

বিদ্যাধর। কিন্তু ওকে তো একেবারে কেষ্ট ঠাকুর বানিয়ে ফেলেছে।

নারদ। শ্রীবাস পণ্ডিতের আঙ্গিনায়, খোল করতাল নিয়ে সারা-রাত ধেই ধেই নাচ।

বিদ্যাধর। পথে পথে সংকীর্ত্তন, ছোট জাত বড় জাত জ্ঞান নেই।

নারদ। এরা কি হিন্দুধর্ম দেশ থেকে উঠিয়ে দিতে চায় নাকি? আমরা তো অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম।

বিদ্যাধর। জগাই-মাধাইকে বলেছিলাম, তারাও কিছু করতে পাচ্ছে না। যা হয় একটা বিহিত করুন আপনি। আপনিই তো হিন্দুধর্মের একমাত্র ধারক।

আগমবাগীশ। আমি তন্ত্রসাধক, হিন্দুধর্মের ধারক বলে আপনারা আমাকে মনে করেন না, তবু যখন দল বেঁধে এসেছেন, হিন্দুধর্মের যাতে কোন ক্ষতি না হয়। তা আমি করবো।

বিদ্যাধর। নিমাই পণ্ডিত যবন হরিদাসকেও বৈষ্ণব করেছে।

আগমবাগীশ। তাই নাকি মুসলমানও বৈষ্ণবধর্মে ঠাঁই পেয়েছে?

নারদ। শুধু কি মুসলমান, কত চণ্ডাল, কৈবর্ত····কত অজ্ঞাত কুজাত।

বিদ্যাধর। নিমাই গয়া থেকে ফিরে এসে এসব অনাচার আরম্ভ করেছে। আগে তো বৈষ্ণব দেখতে পারতো না। এখন বৈষ্ণব দেখলে গায়ে লুটিয়ে পড়ে।

নারদ। মুসলমানেরাও নিমাইয়ের উপরে চটা। বলছিলাম কি আমরা কয়েকজন ব্রাহ্মন আর, মৌলাভী—যদি আপনাকে দলপতি করে। কাজীর কানে ব্যাপারটা তুলি। কাজী—নবদ্বীপে হরিনাম কিছুতেই হতে দেবো না। কাজীতো মুসলমান, আপনি কি বলেন?

আগমবাগীশ। যুক্তি ভালোই। সত্যি নিমাইয়ের এই অনাচার সহ্য করা যায় না। চলুন আপনাদের নিয়ে আমি কাজীর কাছে যাবো। আসুন।

[প্রস্থান।

বিদ্যাধর। ওদের নগর কীর্তনে বেরিয়েছে মনে হয়। [কীর্তনের শব্দ শোনা যায়।]

নারদ। চল—চল বিদ্যাধর—চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে হরিদাসের প্রবেশ

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব
মধুমাখা এই নাম।
জপরে জপরে জপরে রসনা,
অবিরত অবিরাম
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব

নিত্যানন্দের প্রবেশ।

নিতাই। কাঁহা রে ভেইয়া প্রান কানাইয়া
ওরে নদেবাসী বলে দেরে আসি
দেখেছিস কি তারে এই নদীয়ায়।

নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিতাই। হরি-হরি-হরি।

নিমাই। আহামরি—মরি। এই তো সে মুখ। সেই তনু, সেই বসন, বলো কে তুমি?

নিতাই। আমি অবধূত সন্ন্যাসী—নিত্যানন্দ।

নিমাই। তুমি আমার আনন্দ। আমার স্বপ্নের মাঝে এসেছ তুমি, এসেছ আমার কাছে তুমি আমার দাদা—

আজি সার্থক জীবন
সত্য মম ফলেছে স্বপন
লুকাইলে স্বপ্নে দেখা দিয়ে
আর কি পালাতে পার?

নিতাই। তুমি নররূপী নারায়ণ। আমি যে আজ কুড়ি বছর

ধরে তোমাকে খুজে বেড়াচ্ছি। বৃন্দাবন, ঈশ্বরপুরী বল্লেন, শ্রীপাদ এখানে ভয়,—তুমি যাকে খুজছো—তিনি শচীদুলাল নিমাই হয়ে এসেছেন নবদ্বীপে। নবদ্বীপে যাও। প্রভু হরিপ্রেম আমাকে দাও, আমাকে উদ্ধার কর।

[পায়ের কাছে বসে পড়েন]

নিমাই। না—না—একি [ওঠান] তুমি যে আমার দাদা বলরাম। অভিমান করে নন্দন মিশ্রের বাড়ী ঠাঁই নিয়েছো। চল—চল। মায়ের কাছে চল। তুমি নীলাম্বর, তুমি হলধর বিষ্ণু—

বহসি বপুষি বশদে, বসনং জলদাভম্
হলহতি, ভীতি মিলিত-যমুনাভম্
কেশবধৃত—হলধর রূপ—জয় জগদীশ হরে।

[দুইজনে আলিঙ্গনবদ্ধ হলেন]

সকলে। জয় জগদীশ হরে—জয় জগদীশ হরে।
হরি হরয়ে নমো-কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ॥
মাধবায়, মাধবায়, কেশবায় নমঃ

[অগ্রে নিমাই নিতাই কীর্তন গাইতে গাইতে সকলের প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য

[চাঁদপুর—কাজীর দরবার]

কথা বলতে বলতে আগমবাগীশ ও চাঁদ কাজীর প্রবেশ

কাজী। কীর্তন করে ওরা সারারাত, সে কথা অনেকেই আমাকে জানিয়ে গেছেন আগমবাগীশ মশাই। আপনি এসেছেন আমি খুব খুশী হয়েছি। সেদিনের অপ্রীতিকর ঘটনা যে আপনি মনে করে রাখেন নি, তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

আগমবাগীশ। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে, আমরা এক, এ কথা ভুললে তো চলবে না কাজী সাহেব, হিন্দুধর্ম ও মুসলমান ধর্ম দু'ইই আজ বিপন্ন।

কাজী। হ্যাঁ, মৌলভী সাহেবরা এসেছিলেন, আপনিও এসেছেন—তাঁরা শুনিয়েছেন তাঁদের বক্তব্য, এবার বলুন শুনি আপনার কথা।

আগমবাগীশ। কই আপনারা আসুন।

বিদ্যাধর, নারদ ও চাপাল গোপালের প্রবেশ

ব্রাহ্মণগণ। জয়স্তু!

আগমবাগীশ। চাপাল তুমি!

চাপাল। কাজী সাহেব সন্দর্শনে। সেলাম কাজী সাহেব। নিমাই আর তার দলের চাঁইদের নাচন-কোদনের ঠেলায় আমাদের

তো স্বর্গপ্রাপ্তির দশা হয়েছে। সেই কথাই বলতে এসেছি কাজী সাহেব।

নারদ। হুজুর। আমরা মর-মর।

কাজী। এখনও তো মরেন নি।

বিদ্যাধর। মরতে আর বাকী কি।

আগমবাগীশ। নিমাইকে নবদ্বীপ থেকে না তাড়ালে, নবদ্বীপে দেবতার কোপ নেমে আসবে—ভূমিকম্প হবে—না হয় হবে মহা-মারি। হিন্দুধর্ম যে গেল।

চাপাল। হিন্দুধর্মও গেল, মুসলমান ধর্মও গেল।

আগমবাগীশ। কোন জাতের বিচার নেই। চণ্ডাল, মুচি, মুসলমান যে হরিবোল বলে দাঁড়াচ্ছে, তাকেই নিমাই ভাই বলে আলিঙ্গন কচ্ছেন। আপনি তো জানেন যবন হরিদাস মুসলমান। এই বৈষ্ণব ধর্ম যদি একবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়—

কাজী। হিন্দু-মুসলমান ওরা কাউকে রাখবে না।

চাপাল। আপনি একবার ভেবে দেখুন ধর্মাবতার।

কাজী। ধর্ম অবতাররাও ভেবেও অনেক অধর্ম কাজ করেন।

বিদ্যাধর। আপনি সুবিবেচক।

কাজী। বিবেচনা করে কোন কাজ আমরা করি না।

নারদ। আপনি শাসক।

কাজী। এখনও প্রমাণ সাপেক্ষ।

আগমবাগীশ। আপনি কি আমাদের কথার উপর কোন গুরুত্ব দিতে চান না?

কাজী। কেন? এ কথা কেন বলছেন?

আগমবাগীশ। আপনি দেশের শাসক, নবাবের প্রতিভূ।

আমরা যেমন হিন্দুরা এসেছি, মুসলমান সমাজের গণ্যমান্যেরাও আপনার কাছে এসেছিলেন। আমরা আপনার বিক্ষুব্ধ প্রজাবৃন্দ। বৈষ্ণবদের নিয়ত অত্যাচারে প্রপীড়িত। এর উপযুক্ত ব্যবস্থা আপনি যদি না করেন, আমরা আমাদের আর্জি নিয়ে গৌড়ে নবাব হুসেন শাহের কাছে পেশ করবো।

চাপাল। এইবার ঠেলা বুঝুন?

কাজী। আপনাদের কথা আমি অবিশ্বাস করেছি কি করে বুঝলেন? আগমবাগীশ মশাই শক্ত কথা বলাই জীবনে শক্ত কাজ নয়।

আগমবাগীশ। তা যেমন নয়—স্তোকবাক্যেও আমরা ভুলবো না।

কাজী। দেশের হিন্দু মুসলমানেরা সবাই যখন চাইছেন, আমি এর যথাযথ ব্যবস্থা করব। নগর কোটাল জগাই মাধাই, আমি, আমার ফৌজী সিপাইরা এবং আপনারা সকলে মিলে যদি অভিযান শুরু করি, একদিনে বৈষ্ণবেরা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, এ কথা মনে রাখবেন। আগমবাগীশ মশাই, আপনিও যেমন চাননা হিন্দুধর্মের গায়ে এতটুকু কেউ আঁচড় কাটে, আমিও চাই না আমার পবিত্র ইসলাম নিয়ে কেউ খেলা করুক। নামাজের সময় হয়েছে—আমাকে বিদায় দিন। আদাব—আরজ। হ্যাঁ, জগাই মাধাই-এর প্রাসাদে দরবার বসবে, সেখানে দেখা করবেন।

[প্রস্থান।

আগমবাগীশ। কাজী সাহেবের কথা খুব পরিষ্কার নয়। তবু আমাদের সক্রিয় হয়ে উঠ্‌তে হবে। কৃষ্ণ নামের এই গণধর্মকে …সমূলে বিনষ্ট করতে হবে।

চাপাল। জগাই মাধাইয়ের সঙ্গেও আমাদের আঁতাত গড়ে তুলতে হবে।

নারদ। নিশ্চয়, স্বার্থের খাতিরে দল ভাঙ্গাভাঙ্গি করা দোষের কিছু নয়।

চাপাল। বটেই তো—বটেই তো।

আগমবাগীশ। চুপ কর চাপাল।

চাপাল। নামটা চাপাল, বাচাল বলেই তো—। চুপ করে থাকলে পেটটা কেমন ফুলে ওঠে, দম আটকে যায়।

আগমবাগীশ। শোন, যা বলি।

চাপাল। বলুন।

আগমবাগীশ। আপনারাও শুনুন, আগামী কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় ওদের রাসপূর্ণিমা উৎসব। ওরা বের করবে নগরকীর্তন, ঘরে ঘরে হবে কৃষ্ণকীর্তন, কৃষ্ণ কথকতা, কৃষ্ণযাত্রা।

চাপাল। কৃষ্ণযাত্রা সেদিন নিমাই নাকি করেছিল শ্রীবাসের আঙ্গিনায়। নিমাই রুক্মিণী, আর বুড়ো অদ্বৈত কেষ্ট…। ধিনি কেষ্ট।

আগমবাগীশ। ওই কৃষ্ণযাত্রা, কৃষ্ণকথা—যা যেখানে হবে নবাবী সৈন্য দিয়ে তা ভেঙ্গে দিতে হবে। আর সেই রাসপূর্ণিমায় মহা-শাক্ত ভূমি এই নবদ্বীপের ঘরে ঘরে পূজা হবে মহাশক্তির। ছাগবলি, মহিষ বলি, প্রয়োজন হ'লে এমন কি নরবলি দিতে হবে। পশুর রক্তে, মাংসে, কারণবারিতে এক মহাতাণ্ডবের সৃষ্টি হবে নবদ্বীপের পথে পথে। ওদের নগরসংকীর্তন আমরা স্তব্ধ করে দেবো। বৈষ্ণব নিধন, বৈষ্ণব নির্যাতন, বৈষ্ণব উৎপীড়ন হবে

আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। নবদ্বীপের আকাশে-বাতাসে কোনদিন ধ্বনিত হবে না কৃষ্ণমন্ত্র, ধ্বনিত হবে মহামায়ার মহামন্ত্র—

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ-বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
কালী সিদ্ধ বিদ্যা চ-মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতাদশ মহাবিদ্যা সিদ্ধ বিদ্যা প্রকর্তিতা॥

[প্রস্থান।

সকলে। জয় মা—জয় মা—জয় মা জগদ্ধাত্রী—জয় মা।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

[শচীমাতার গৃহ]

নিমাই ও নিতাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। মা—মা—গো—মা।

শচীমাতার প্রবেশ

শচীমাতা। কে রে নিমাই, আয় বাবা।

নিমাই। দেখ মা, আজ কাকে নিয়ে এসেছি, বলতো কে?

[প্রণাম করেন নিতাই]

শচীমাতা। এস বাবা—এস—ওরে নিমাই, এ যে আমার বিশ্বরূপ। কোথায় পেলি একে?

নিমাই। জান মা—দাদা নন্দন মিশ্রের বাড়ীতে লুকিয়েছিল। একদিন দেখা হয়ে গেল, তারপর ক'দিন ধরে শ্রীবাস অঙ্গনে এক সঙ্গে নাম সংকীর্ত্তন করেছি আজ তোমার কাছে নিয়ে এলাম।

শচীমতা। এতদিন আসনি কেন বাবা। তুমি আমার বিশ্বরূপ। কি নাম তোমার?

নিতাই। নিত্যানন্দ।

শচীমাতা। নিতাই আর নিমাই—আমার দুই ছেলে। [দুই জনে আবার প্রণাম করেন, চিবুক ধরে চুমো খান শচীমাতা] নিতাই তুমি আমার নিমাই-এর দাদা। নিমাই আমার পাগল ছেলে। ওকে তুমি দেখো—।

নিমাই। কে কাকে দেখে—তাই না দাদা [উভয়ের হাসি] আমরা এখন শ্রীবাস আঙ্গিনায় যাচ্ছি মা। আমাদের এখন অনেক কাজ। শুনছি নাকি—নবদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা কাজীর কাছে গিয়েছিল—তা যাক—বাধা যদি না এল—তবে আর কাজ কি এস দাদা। যাচ্ছি মা।

নিতাই। যাই মা—

শচীমাতা। এস—[দুই জনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

নিমাই। এস—এস—আর দেরী নয়—

[নিতাইয়ের হাত ধরে দ্রুত প্রস্থান।

শচীমাতা। দেখতে একেবারে বিশ্বরূপের মত। [চোখে জল আসে] নিতাই—নিমাই, আমার বিশ্বরূপ আর বিশ্বম্ভর। বিশ্বরূপ আমার সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেল - নিমাই সারা দিনরাত নাম কীর্তন নিয়ে মেতে আছে। গয়া থেকে ফিরে এসে—কি যে হলো, আমার যেন ভালো লাগে না।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ

বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীবাস কাকা বললেন এ নাকি মৃত্যুভাব? অবতারের চিহ্ন আছে ওর শরীরে। অদ্বৈত আচার্য নাকি ভগবান বলে প্রণামই করেছেন ওকে।

শচীমাতা। না—না—বৌমা, তুমি ওসব নিয়ে চিন্তা করো না। ভাবলাম কৃষ্ণনাম নিয়ে যদি সুস্থ থাকে, করুক কৃষ্ণনাম। কিন্তু ওকে নিয়ে শ্রীবাস, অদ্বৈত করছে কি? ওই কৃষ্ণ প্রেমে নিমাই আমার ঘর ছাড়া না হয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া। এমন কথা বলবেন না মা। আমার বড় ভয় হয়।

কৃষ্ণ নাম করে উনি তো ভালই আছেন মা। সেই আপন ভোলা ভাব এখন নেই বললেই হয়। বাবাও বলেন—কৃষ্ণপ্রীতির মত প্রেম নেই।

শচীমাতা। তুমিও এই কথা বলছ বৌমা? ওকথা শুনলে আমার প্রাণ কাঁদে। না বৌমা—তোমাকে, মা হ'য়েও আমি বলছি, ভাল কাপড় চোপড় পরে, গহনা পরে, ওর কাছে কাছে একটু থেকো। বুঝেছো।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আপনার কোন কথাই তো আমি অমান্য করি না মা। উনি যে কিছুতেই ঘরে থাকতে চান না। শাড়ী গহনা পরবো কার জন্যে। আপনাকে একটা কথা বলি মা—আমাকে যেন আপনি অপরাধী ভাববেন না।

শচীমাতা। না মা—না—তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী—। সব সময়েই বড় ভয়ে ভয়ে থাকি—

দ্রুত কাঞ্চনের প্রবেশ

কাঞ্চন। সর্বনাশ হ'য়েছে মাসীমা। সর্বনাশ হয়েছে।

শচীমাতা। কি হ'য়েছে কাঞ্চন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি হয়েছে সই?

শচীমাতা। তাড়াতাড়ি বল কাঞ্চন, আমার নিমাই ভাল আছে তো?

কাঞ্চন। শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তন করতে করতে পায়ে উছট্ খেয়ে মূর্ছা গেছে নিমুদা। সে মূর্ছা এখনো ভাঙ্গেনি। আমি সেখানেই যাচ্ছি মাসীমা—সেখানেই যাচ্ছি—যাবে তো এস। নিতাইদা তোমাকে যেতে বললেন। [দ্রুত প্রস্থান।

শচীমাতা। কাঞ্চন—কাঞ্চন—ওরে দাঁড়া আমিও যাবো। বৌমা, তুমি না বললে, সে এখন ভাল হয়ে গেছে। ও ভাল হয়নি ও ভাল নেই।

নিত্যানন্দের প্রবেশ

নিত্যানন্দ। আর যেতে হবে না মা। নিমাই এখন সুস্থই আছে।

শচীমাতা। সুস্থ আছে?

নিত্যানন্দ। আপনাকে বা বধূমাতাকে যেতে বারণ করেছে।

শচীমাতা। কি হয়েছিল রে নিতাই?

নিত্যানন্দ।— গান।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে খনে খনে
কত সুরধনী বহে অরুণ নয়নে

শচীমাতা। তারপর?

নিত্যানন্দ। সুগন্ধ চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়,
ধূলায় ধূসর তনু ভূমে গড়ি যায়।
পতিতে হেরিয়া কাঁদে, স্থির নাহি বাঁধে—
করুন নয়নে চায়॥

শচীমাতা। আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিল? না—না—নারে নিতাই-আমি তাকে দেখবো—আমাকে তুই একবার—নিয়ে চল বাবা—নিয়ে চল।

নিত্যানন্দ। একান্তই যদি দেখার ইচ্ছে—তবে চল মা।

শচীমাতা। চল বাবা—চল!

[উভয়ের প্রস্থান।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কাঞ্চন গেল, মা গেলেন। আমার আর যাওয়া হলো না। আমি যে গৃহবধূ—আমার সেখানে যেতে নেই, আমাদের মন প্রাণ বলতে কিছুই নেই।

চুপি চুপি নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার পিছনে এসে
দাঁড়ায় এবং মৃদু মৃদু হাসে

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমরা পাষাণে গড়া—মানুষের কোন অনুভূতি আমাদের নেই। থাকতেও নেই।

[নিমাই আস্তে আস্তে চোখ চেপে ধরে দুই হাতে]

কেরে—কেরে–এই কাঞ্চন—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলছি। একেই মন প্রাণ ভাল নেই, এখন তোর দুষ্টুমি ভাল লাগে না ছাই। কাঞ্চন ?

নিমাই। [ছেড়ে দিয়ে] হাঃ-হাঃ-হাঃ, ধরতে পারলে না তো ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওরে দুষ্টু তোমার এই কাজ ? বুঝতেই পারিনি, তুমি এখন আসতে পারো ? [হেসে] তোমার না মূর্ছা –?

নিমাই। মূর্ছাভঙ্গ—তারপরেই প্রিয়াসঙ্গ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা যে ভাসুর ঠাকুরের সঙ্গে—তোমাকে দেখতে গেলেন।

নিমাই। দেখা হয়েছে, ওরা রাসের কৃষ্ণ যাত্রা শুনতে গেলেন। বাড়ীতে এখন তুমি আর আমি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। একা তো বুঝলাম, তাহ'লে এখন কি করতে পারি আদেশ কর।

নিমাই। আমার বাহুবন্ধনে। আমার অনেক কাছে চলে আসতে পারো।

বিষ্ণুপ্রিয়া। এলাম। তারপর?

নিমাই। জান তুমি কে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি—? খুব জানি।

নিমাই। বলতো তুমি কে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। [হেসে] আমি? আমি, নবদ্বীপ নিবাসী, ঈশ্বর অমুক মিশ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী অমুক মিশ্রের স্ত্রী—

নিমাই। [গম্ভীর ভাবে] না—না—না। মহাভাব স্বরূপা লক্ষ্মী ঠাকুরানী—তুমি জান না তুমি কি?

সর্বগুণ খনি কৃষ্ণ কান্তা শিরোমনি।
প্রিয় প্রেয় বিরহের দেখাতে স্বরূপ?
নদীয়ায় অবতীর্ণা বিষ্ণুপ্রিয়া রূপ।

কাঞ্চনের প্রবেশ—সে বলতে বলতে আসছে

কাঞ্চন। শ্রীমতী। দানলীলা যাত্রা—বেশ গাইছে—বিষ্ণুপ্রিয়া সই, ওমা—নিমুদা যে—পালাই বাবা—

[দ্রুত প্রস্থান।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ছাড়ো—ছাড়ো—দেখতো কি লজ্জা—কাঞ্চন—কাঞ্চন···শোন শোন। ওরে শোন।

[দ্রুত প্রস্থান।

নিমাই। দানলীলা গাইছে হরিদাস। কাল মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। যমুনায় অনেক জল অনেক তুফান, কাণ্ডারীকে সব দিতে

কুল, শীল, মান, নাকের বেশর, কানের সোনা, কিছু রাখলে চলবে না। নিঃশেষে সব দান করতে হবে। কাঁদতে হবে। দ্বাপরে শ্রীমতী যেমন করে কেঁদেছিলেন, গোপীরা যেমন করে কেঁদেছিলেন তেমন করে কাঁদতে হবে, কাঁদতে হবে মানুষকে, তবেই না, সেই অশ্রুজলে, যুগ যুগ সঞ্চিত পাপের ক্ষয় হবে। দাও—দাও, লোভ দাও, মোহ দাও, সুখ দাও, শান্তি দাও, অশ্রু দাও, সর্বস্ব দাও—তবে পাবে। সে যে মহাদানী, শুধু হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর বলছে, দাও, দাও—আমাকে দাও—আমাকে দাও।

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

কাজীর প্রাসাদ

কাজীর প্রবেশ

কাজী। কি করব, তুমি আমাকে বলে দাও, আমি কি করবো? একদিকে হিন্দু সমাজ, অন্যদিকে মুসলমান সমাজ, তারা বলছেন, বৈষ্ণবদের হরিনাম সংকীর্তনে, তারা বিপন্ন, তারা আতংকিত। তারা বলছেন, শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায়। ভেসে যাবে হিন্দুসমাজ, ভেসে যাবে মুসলমান সমাজ, এই হরিনামের প্লাবনে? তাই কি সত্য? কিন্তু যে মানুষটি হিন্দু, মুসলমান, মুচি, চণ্ডাল সকলকে ভাই বলে বুকে তুলে নিয়েছেন, হাজারো পতিত, নিগৃহীত মানুষ যার নাম প্রেমে তার কাছে আশ্রয় চাইছে, তাকে অস্বীকার করি কোন লজ্জায়? না-না-না, আমি ভাবতে পারি না—আমার মন বলে যেও না—যেও না তুমি নবদ্বীপে জগাই, মাধাইয়ের দরবারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই হুসেন শাহের ভ্রুকুটি কুটিল চোখ দু'টি আমার সামনে জ্বল জ্বল করে ওঠে। আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনা,-না-না আমি যাব না নবদ্বীপে—যাবো না। [সউল্লাসে] বরবাদ্—বরবাদ্ তামাম নালিশ বরবাদ্। এই কে আছিস্—নাচ নেওয়ালী—।

সরাব নিয়ে বান্দা প্রবেশ করে, সঙ্গে সঙ্গে নর্তকী কুর্নিশ করিতে করিতে প্রবেশ করে

কাজী। [মদের পাত্রে চুমুক দিয়া] বহোৎ, খোশ্ মেজাজী নাচ্ না মাংতা—খোশ্ মেজাজ—খোশ্ মেজাজ।

[খুব খুশী মেজাজ কাজীর সামনে নৃত্য আরম্ভ করেন নর্ত্তকী—দরবারী কথক—নৃত্য যখন চরম পর্যায়ে উঠেছে, সেই সময় হুসেন শাহের উজীর প্রবেশ করেন]

উজীর। কাজী সাহেব। [নৃত্য থেমে যায়]

কাজী। [উজিরকে না দেখে] কেরে কমবক্ত।

উজীর। [এগিয়ে এসে] আমি গৌড়ের উজীর।

কাজী। আরে উজীর সাহেব। আসুন—আসুন—সেলাম আলেয়াকুম। [নর্তকীকে যেতে ইঙ্গিত করে, নর্তকী সেলাম জনিয়ে চলে যায়]

উজীর। আলেয়াকুম সেলাম [বিশেষ গম্ভীর ভাবে] নবদ্বীপের আকাশে বাতাসে যখন বৈষ্ণব বিপ্লবের ঘনঘটা, সংকীর্ত্তনের সাগর গর্জনে নবদ্বীপ যখন উচ্ছ্বসিত, তখন রাজ প্রতিনিধি কাজী সাহেব নর্ত্তকীকে নিয়ে বিলাস-ব্যসনে ব্যস্ত। চমৎকার।

কাজী। আপনার নির্মম শ্লেষবাক্য ততোধিক ক্ষুরধার উজীর সাহেব।

উজীর। দেশের গণ্যমান্ত হিন্দুরা, মুসলমানেরা তোমার কাছে

কোন প্রতিকার না পেয়ে নবাব হুসেন সাহের সিংহাসন কাঁপিয়ে তুলেছে।

কাজী। কে বলেছে আমি এর কোন প্রতিকার করতে চাইনি।

উজীর। নবদ্বীপের রাজকোটাল জগন্নাথ মাধবের প্রাসাদে যে দরকার বসবার কথা ছিল, তা তোমার গড়িমসির জন্য ক্রমাগতঃ পিছিয়ে যাচ্ছে, বৈষ্ণব বিতাড়নে তুমি অনিচ্ছুক, এই অভিযোগই নবাব দরবারে পৌঁচেছে।

কাজী। এ অভিযোগ মিথ্যা।

উজীর। তাহলে এর প্রতিকার হচ্ছে না কেন? তুমি কি একে বিপ্লব বলে মনে কর না? তুমি বুঝতে পারছোনা এরা সত্যই যদি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, এই বাংলাদেশে মুসলমানের অস্তিত্ব রক্ষা দায় হয়ে পড়বে। আমি নবাবের ফরমান নিয়ে এসেছি।

কাজী। ফরমান?

উজীর। হ্যাঁ, এই নাও ফরমান। [ফরমান দিলেন]

কাজী। [ফরমান পাঠ] এই ফরমানের রচয়িতা নবাব হুসেন শাহ—না আপনি?

উজীর। রচয়িতা যেই হোক না কেন, নবাবের ইচ্ছা এই নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের উপরে নির্য্যাতনের বন্যা বইয়ে দিতে হবে। কি কি করতে হবে, সব লেখাই আছে ফরমানে।

কাজী। হ্যাঁ, সে তো দেখ্‌তেই পাচ্ছি।

উজীর। অক্ষরে অক্ষরে এই নির্দেশ পালন করতে হবে তোমাকেই। এবং আজই যেতে হবে নবদ্বীপে। যতদিন এর যথাযথ রূপায়ন না হয় আমি চাঁদপুরেই থাকবো।

কাজী। আপনি কি সেই জন্যে এসেছেন।

উজীর। হ্যাঁ? কিছু হাবসী এবং পাঠান সৈন্য নবাব আমার সঙ্গে পাঠিয়েছেন।

কাজী। নবাবের এ নির্দেশ আমি যদি না মানি?

উজীর। তুমি নবাবের দৌহিত্র একথা সকলেই জানে, তবে একথা মনে রেখো, শাহজাদা দারা ছিলেন ঔরংজীবের মায়ের পেটের ভাই। তুমি মরতে চাও?

কাজী। না না—আমি মরতে চাই না উজীর সাহেব। আপনি যখন সেইজন্যে এসেছেন, নবদ্বীপে তখন বৈষ্ণব নির্যাতন চলবে। তবু শুনে রাখুন উজীর সাহেব, আমি দেখতে পাচ্ছি ঐ নির্যাতনের তিমির অন্ধকার ছাপিয়ে আকাশে উঠেছে এক নতুন সূর্য। তার অনেক তেজ, অনেক জ্যোতি, অনেক আলো। আমি সেই আলোর বন্যায় স্নান করে বেঁচে থাকতে চাই। আমি জানি কুণ্ডলী পাকানো কালো মেঘের দৌরাত্ম্য যতই হোক না কেন, অত্যাচারের নির্মমতা যতই মর্মান্তিক হোক না কেন, ঐ সূর্যের গৌর অঙ্গ স্পর্শ করবার ক্ষমতা কারও নেই উজীর সাহেব; না আপনার—না আমার—না ওই হুসেন শাহের।

[প্রস্থান।

উজীর। গোস্তাগী? আচ্ছা, আমি নিজে উপস্থিত থেকে তোমাকে দিয়েই অত্যাচার করাব। গৌড় থেকে আমি অমনি আসিনি—নির্যাতনের প্লাবন বইয়ে দেবো নবদ্বীপে। অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

———

দশম দৃশ্য

শ্রীবাস অঙ্গন

উত্তেজিত নিমাই প্রবেশ করেন

নিমাই। হরিদাকেও মেরেছে ওরা। কোথায় শ্রীবাস কোথায় অদ্বৈত।

শ্রীবাসের প্রবেশ

শ্রীবাস। এই যে আমি প্রভু।

নিমাই। অদ্বৈত্য কোথায়? আমার উপরে সন্দেহ করে আবার তিনি শান্তিপুরে চলে গেলেন নাকি?

অদ্বৈতের প্রবেশ

অদ্বৈত। না প্রভু, আমি শান্তিপুরে যাইনি। কাজীর লোকেরা বৈষ্ণবদের উপরে অকথ্য অত্যাচার কচ্ছে। প্রকাশ্যে রাজপথে তাদের বেত মারছে, যেখানে কৃষ্ণ কথা হচ্ছে সেখানে কচ্ছে অমানুষিক নির্যাতন। কৃষ্ণ ভক্তদের উপরে চলেছে বর্বর নির্যাতনের তাণ্ডব নৃত্য। এর কি কোন প্রতিবাদ নেই? নেই কোন প্রতিকার?

নিমাই। প্রতিকার? প্রতিকার দিকে দিকে হরিনাম প্রচার প্রতিবাদ পথে পথে নগর সংকীর্ত্তন, পারবেন, পারবেন আপনারা।

নিত্যানন্দের প্রবেশ

নিত্যানন্দ। পারবে প্রত্যেকটি বৈষ্ণব। যে হরিনাম হরিদাস

কে, বাইশ বাজারের প্রহারকে ও তুচ্ছ জ্ঞান করতে শিখিয়েছে, যে হরিনাম অদ্বৈত আচার্যকে যবনকে ভাই বলে বুকে ঠাঁই দিতে শিখিয়েছে, সেই হরিনামের শক্তি, সকলকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

হরিদাসের প্রবেশ

হরিদাস—হ্যাঁ, বুঝিয়ে দিতে হবে, আমাদের উপাস্য দেবতা, শঙ্খচক্র, গদাপদ্মধারী বিষ্ণু, যিনি বিশ্বনিয়ন্তা। আমরা সেই হরিনামে বলীয়ান, বৈষ্ণবধর্ম কাপুরুষের ধর্ম নয়।

নিমাই। তাতে কাজীর অত্যাচার আরও বাড়বে, সে কথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। অনেক বাধা আসবে, অনেক অপবাদ আসবে, আসবে অনেক সংশয়, তবু লক্ষ্য যেখানে স্থির, প্রতিজ্ঞা যেখানে অটুট, সেখানে মৃত্যুও কিছু নয়, নবদ্বীপে সংকীর্তন চলছে, কাজীর আদেশ উপেক্ষা করে, সে সংকীর্তন চলবে।

সকলে। হ্যাঁ, সে সংকীর্তন চলবে।

জনৈক উত্তেজিত ব্রাহ্মণের প্রবেশ

ব্রাহ্মণ। হ্যাঁ সে সংকীর্তন চলবে দুর্বার গতিতে আর আমরাও হবো সেই সংকীর্তনের সম অংশীদার।

অদ্বৈত। আপনি কে ব্রাহ্মণ?

ব্রাহ্মণ। আমি গৌড়ের রাজা সুবুদ্ধিরায়ের হিতৈষী। সুবুদ্ধি রায়কে নবাব হুসেন শাহ মুখে গোমাংস জোর করে পুরে দিয়ে ধর্মচ্যুত করেছেন, নদীয়ার ব্রাহ্মণগণ তাঁকে তপ্ত ঘৃত পান করে তুষানলে প্রাণ বিসর্জন দিতে বলেছেন, আমি এ বিধান মানি না। গৌরাঙ্গ, সুবুদ্ধিকে তুমি বৈষ্ণবের বিধান দাও।

নিমাই। "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে" এই বৈষ্ণবের বিধান। হরিনাম করতে বলুন সুবুদ্ধি রায়কে। তিনি নিষ্পাপ,. জোর করে গোমাংস মুখে পুরে দিলেই মানুষের ধর্ম নষ্ট করা যায় না। তপ্ত ঘৃত পান করে তুষানলে প্রাণ বিসর্জন, বাতুলের বিধান মাত্র।

ব্রাহ্মণ। বিধান আমি পেয়েছি, গৌরাঙ্গ ··· বিধান আমি পেয়েছি। জয় হোক—তোমার জয় হোক— [প্রস্থান।

আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় "জয় গৌর, জয় গৌর" বলিতে বলিতে মহেশ চণ্ডালের দ্রুত প্রবেশ এবং পশ্চাতে ধাবমান অবস্থায় রক্তাক্ত লাঠি হস্তে চাপাল গোপালের প্রবেশ

মহেশ। জয় গৌর—জয় গৌর—আমাকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। [দ্রুত এসে নিমাইয়ের পদতলে পতিত হয়]

চাপাল। [লাঠি বাগাইয়া] তোকে আজ মেরেই ফেলবোরে শালা।

নিমাই। [চাপালকে বাধা দিয়া] কি হয়েছে চাপাল! কি হয়েছে মহেশ? একি কপাল ফেটে যে রক্ত পড়ছে। হরিদাস, নিত্যানন্দ, মহেশ বুঝি অজ্ঞান হয়ে গেছে। জল আন হরিদাস— শীঘ্র একটু জল আন— [হরিদাসের দ্রুতপদে প্রস্থান

জলপাত্র হস্তে হরিদাসের পুনঃ প্রবেশ

[নিমাই হরিদাসের হাত হইতে জলপাত্র লইয়া মহেশের চোখে, মুখে ও মাথায় জলের ছিটা দিতে থাকেন। হরিদাস, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ মহেশের শুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকেন।]

চাপাল। আরে ওসব শালার বুজরুকি। ব্যাটা চাঁড়াল

ফুল-বেলপাতা নিয়ে মা কালীর মণ্ডপেই ঢুকে পড়েছে। ছোট জাতের আস্পর্দ্ধা কত? ভাগ্যি ভাল—প্রাণের ভয়ে চন্দ্রশেখরের আঙিনায় ঢুকে পড়লি—নইলে শালা তোর মাথাটা ছাতু করে দিতাম। [প্রস্থানোদ্যত]

শ্রীবাস। [বাধা দিয়া] কোথায় পালাবে চাপাল, দাঁড়াও।

চাপাল। কেন-কেন-কেন—পালাব কেন? আমরা রাজার লোক, আমরা কি কারও ভয় করি?

শ্রীবাস। নিমাই, এই সেই চাপাল, যে আমার প্রাঙ্গনে মদ আর গোমাংস নিক্ষেপ করেছিল।

চাপাল। আমিই যে ফেলেছি তার প্রমাণ আছে?

নিমাই। [অগ্রসর হইয়া] না তার কোন প্রমাণ নেই।

চাপাল। জান আমরা রাজার লোক, প্রমাণ ছাড়া আমরা কোন কিছুই সত্য বলে স্বীকার করিনা।

নিমাই। মহেশকে মেরেছো এর তো প্রমাণ আছে?

চাপাল। ও তো চণ্ডাল, ছোট লোক—ও আবার মানুষ নাকি?

নিমাই। তা ত বটেই। মহেশ এনেছে ফুল, আর তুমি এনেছো গোমাংস। ও চণ্ডাল আর তুমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ—তাই না। সত্য যা তার কোন প্রমাণ লাগে না। সত্য একদিন তোমার অঙ্গে অঙ্গে প্রকাশ পাবে। যাও বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও।

চাপাল। আর তুমিও জেনে রেখো নিমাই, ব্যাঙের শাপে সাগর শুকায় না।

[প্রস্থান।

[মহেশ শায়িত অবস্থায় নড়িতে থাকে।]

হরিদাস ও নিত্যানন্দ। [সোল্লাসে] জ্ঞান ফিরেছে, মহেশের জ্ঞান ফিরেছে!

মহেশ। [তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় জড়িত কণ্ঠে] আমি কোথায়? [উঠিবার চেষ্টা করিতে থাকে]।

নিমাই। এই তো ভাই—তুমি আমাদের কাছে। ওঠো ভাই তোমার কোন ভয় নেই। কাছে এস ভাই। [নিমাই ও নিত্যানন্দ মহেশকে উঠিয়া দাঁড়াইতে সাহায্য করেন। দণ্ডায়মান মহেশকে নিমাই আলিঙ্গন করেন।]

অদ্বৈত। গৌরহরি তোমাকে বুকে নিয়েছেন, তোমার কিসের ভয়?

মহেশ। [স্বাভাবিক কণ্ঠে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও সপ্রভভাবে] না-না আমি ছোটলোক—আমি চণ্ডাল—আমার ছায়া মাড়ালে গঙ্গা নাইতে হয়—আমাকে ছুঁলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়—

শ্রীবাস। কে বলেছে তুমি চণ্ডাল? তুমি আমাদের মতই মানুষ।

হরিদাস। হরিনাম কর, সব ব্যথা দূরে যাবে।

নিত্যানন্দ। হরি তোমায় কৃপা করেছেন—বল "হরি হরি গৌর হরি।"

মহেশ। [ঊর্দ্ধবাহু হয়ে] হরি হরি গৌর হরি।

নিমাই। [আলিঙ্গন করিয়া] মহেশ তুমি পরম বৈষ্ণব।

মহেশ। আমার জীবন আজ সার্থক হয়েছে প্রভু—জীবন আমার সার্থক হয়েছে।

[প্রস্থান।]

নিমাই। আচার্য অদ্বৈত, শ্রীবাস কাকা, দাদা নিত্যানন্দ,

ভক্ত হরিদাস সামনে মহাপরীক্ষা। চাপালের দুঃসাহস—সে প্রমাণই দেয়, তবু বৈষ্ণব তার ধর্মে অবিচল, নাম-ধর্ম প্রচারই আমাদের একমাত্র পথ। অদ্বৈত দেব. আপনি শান্তিপুরে যান। নামধর্ম প্রচার করুন দিকে দিকে। শ্রীবাস কাকা আপনি যাবেন ফুলিয়া গ্রামে, নিত্যানন্দ, হরিদাস আজই আপনারা বেরিয়ে পড়ুন নবদ্বীপের পথে পথে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে, মানুষকে ভালবেসে তাদের সবাইকে একই প্রেমসূত্রে বন্ধন করা হবে আমাদের উদ্দেশ্য।

অদ্বৈত। আমি শান্তিপুর যাচ্ছি নিমাই। তিল, তুলসী, গঙ্গা-জলে এতদিন ধরে যাঁর তর্পণ করেছি—তুমি যে আমার সেই বৈকুণ্ঠবিহারী নারায়ণ। নিজ প্রেমরস আস্বাদন করতে গৌরাঙ্গ হয়ে নবদ্বীপে এসেছো। ধর্মের গ্লানি হরণ করতে এসেছো নারায়ণ। আমি যে সেই মূর্তি প্রত্যক্ষ করি, তুমি আমার প্রণাম নাও। [প্রণাম করিলেন] [প্রস্থান।

শ্রীবাস। তোমার ষড়ভুজ মূর্তি আমার আঙিনায় প্রকাশ পেয়েছে—যুগ-যুগান্ত ধরে আমি ধন্য, আমার মত ভাগ্যবান কে? তোমার আদেশ শিরোধার্য করে আজ আমি ফুলিয়া গ্রামে যাত্রা করছি। হরিনাম প্রচার করে বৈষ্ণব জীবন আমি সার্থক করবো—জয় গৌরাঙ্গ—জয় গৌরহরি। [প্রস্থান।

হরিদাস। প্রভু বুঝেছি, ইঙ্গিত—তোমার সুদূর প্রসারী। হরি নাম প্রচার করবার এতবড় দায়িত্ব তুমি আমাকে দিলে? এযে কতবড় দায়িত্ব জানি। তাই এই প্রচার যজ্ঞের হোতার যে গৌরব আমাকে দিলে, তার যোগ্য সম্মান যেন আমি মৃত্যু দিয়েও দিতে পারি। জয় গৌর—জয় নিতাই।

[প্রস্থান।

নিত্যানন্দ। নিমাই, ভায়ের ভালবাসা, মায়ের স্নেহ, বধূমাতার শ্রদ্ধা, সতীর্থের প্রীতি, সব মিলিয়ে আমার মনে হয় আমি বড় ঐশ্বর্যময়, নারায়ণের চেয়েও ভাগ্যবান। হ্যাঁ, আমি রাজার রাজা, পরম ভাগ্যবান। হরিনাম প্রচার করে, তোমার মনবাঞ্ছা যদি পূর্ণ করতে পারি, তবেই আমি অবধূত নিত্যানন্দ, তবেই আমি শচীমাতার অবধূত নিত্যানন্দ, তবেই আমি শচীমাতার বিশ্বরূপ।

[প্রস্থান।

নিমাই। "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" এই অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র হরিনাম বিলিয়ে দিতে হবে সর্বদিকে। সবাইকে আবাহন করে বলে দিতে হবে যে এখানে ব্রাহ্মণ নেই, শূদ্র নেই, মুচি নেই, চণ্ডাল নেই, যবন নেই, ম্লেচ্ছ নেই। কৃষ্ণ প্রেমে সবাই হেমশুদ্ধ বৈষ্ণব। এখানে ধনী নেই, দরিদ্র নেই, দ্বেষ নেই, হিংসা নেই, ভেদ নেই, বিভেদ নেই, আছে শুধু অনন্ত প্রেম, আছে শুধু ভালবাসা। আছে শুধু একটি মাত্র মত "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

[প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য।

[নবদ্বীপের পথ]

কথা বলিতে বলিতে চাঁদ কাজী, জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ

কাজী। শোন হে জগাই মাধাই। তোমরা দুজনে আমাদের বিশ্বস্ত রাজ কর্মচারী। শুনেছি, তোমাদের লোক এবং নবাবী ফৌজ বৈষ্ণবদের উপরে চরম ব্যবস্থা নিচ্ছে—তবু বলো নবদ্বীপে বৈষ্ণব বিতাড়নের তোমরা কতদূর কি করেছো।

জগাই। আমরা বৈষ্ণব দেখলেই তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছি। তাদের ধনরত্ন কেড়ে নিচ্ছি। আড্ডা ভেঙ্গে দিচ্ছি, বাড়ী পুড়িয়ে দিচ্ছি।

মাধাই। ওরা আর ভয়ে রাস্তায় বেরুতে পাচ্ছে না তবে নবাবী ফৌজ আরও চাই। রাস্তায় আরও নবাবী ফৌজ নামলে, বৈষ্ণবেরা দলে দলে মুসলমান হয়ে যাবে।

আগমবাগীশের প্রবেশ

আগমবাগীশ। মাধাই ঠিক বলেছে। জগাই-মাধাইয়ের দলতো আছে। আমার চাপালের দলও আছে। কিন্তু আপনি আরও হাবসী আর পাঠান ফৌজের আমদানী করান, নবদ্বীপ বৈষ্ণব শূন্য হয়ে যাবে। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন এরা এত অত্যাচারেও নিবৃত্ত হচ্ছে না। এত পুরোপুরী বিদ্রোহ।

কাজী। হ্যাঁ—বিদ্রোহ ছাড়া আর কি? বৈষ্ণব বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ দমন করতে হবে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। নবাব হুসেন শাহ্ এ বিষয়ে যথাযথ নির্দ্দেশ দিয়েছেন। বৈষ্ণদের প্রতিটি বাড়ী, রক্ত চিহ্নীত কর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দাও—বৈষ্ণব দেখলেই —তাকে নির্বিচারে হত্যা কর।

আগমবাগীশ। ওদের ধরে ধরে আমার কাছে নিয়ে এস, রাস পূর্ণিমার রাত্রে আমি ওদের মহা কালিকার কাছে বলি দেবো।

চাপাল। (নেপথ্যে) বেরিয়েছে—বেরিয়েছে—বেরিয়েছে—

কাজী। কে বেরিয়েছে?

দ্রুত চাপালের প্রবেশ

আগমবাগীশ। কারা বেরিয়েছে?

চাপাল। বিরাট মিছিল, সামনে তাদের হরিদাস আর নিত্যানন্দ। হরিনাম কীর্তন করতে করতে এগিয়ে আসছে।

কাজী। তবে আর কথা নেই—জগাই—মাধাই—তোমরাও বিপুল বিক্রমে, ওদের মিছিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়, একটি বৈষ্ণবও যেন ঘরে ফিরে যেতে না পারে। নবাব হুশেন শাহের আদেশ, যারা হিন্দু ধর্মের উপরে আঘাত করেছে। যারা মুসলমান ধর্মের উপরে আঘাত করেছে, তাদের আমরা বাঁচতে দেবো না। আগমবাগীশ আপনি এদের পরিচালনা করুন—নবদ্বীপের রাস্তাঘাট—বৈষ্ণবের রক্তে যেন লালে লাল হয়ে যায়। [প্রস্থান।

আগমবাগীশ। ওই—ওই—ওরা—এই পথেই এগিয়ে আসছে। জগাই, মাধাই, চাপাল—তোমরাও এগিয়ে যাও—কাজীর হুকুম, ওদের মেরে নবদ্বীপে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দাও।

জগাই। }
মাধাই। } মার—মার শালাদের মার।
চাপাল। }

[তিনজনের দ্রুত প্রস্থান।

আগমবাগীশ। রাসপূর্ণিমা—বৈষ্ণবের তাজা রক্তে—এই তো—এই তো—আমার মহাশক্তির পূজা। তোর গলায় আজ বৈষ্ণবের নরমুণ্ডের মালা পরিয়ে দেবো মা—তোর খর্পরের কানায়—কানায়—ভরে উঠবে বৈষ্ণবের উষ্ণ শোনিত ধারা, তুই তাই মহা উল্লাসে পান করবি মা, মহাউল্লাসে পান করবি। হাঃ-হাঃ-হাঃ

[প্রস্থান।

———

দ্বাদশ দৃশ্য

[নবদ্বীপের পথ]

গীতকণ্ঠে নিত্যানন্দের প্রবেশ

গীত

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়,
এনেছি মাথায় করে,
যে যত চায়—সে তত পায়,
(তোরা) আয় ছুটে ত্বরা করে ॥

জগাইয়ের প্রবেশ

জগাই। কেরে-কেরে—শালা কানা খোঁড়া ?

নিতাই। বাবা আমি অবধূত।

মাধাইয়ের প্রবেশ

মাধাই। এই দিকে আয় শালা, আমি তোর যমের দূত। হুঁ, আজ আর যাও কোথা শালা ? সেদিন বড় পালিয়েছিলি, বল শালা তুই সখী না বৃন্দে ?

নিতাই। তুমি যেই হও, একবার হরি বল।

মাধাই। শালা আবার আজ ? [কলসীর কানাদ্বারা প্রহার]

নিতাই। প্রভু অধমদের দয়া কর—

গীত

হরি-বোল হরি-বোল হরি-বোল।
মেরেছ বেশ করেছ, প্রাণেতে ধরা দিয়েছো।
আঘাতের রক্তধারা করিয়া পাগল পারা।
বহালো প্রেমের ধারা করিতে গোল।
হরিবোল হরিবোল হরিবোল।

মাধাই। আবার শালা?

জগাই। কেন বল দেখি, তুই মারবি?

মাধাই। মারবো বেশ করবো তুই রুখবি?

জগাই। কখনই মারতে দেবো না—ওরে দেখ—দেখ কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে—তবুও হরিপ্রেম দিতে চাইছে—এ সামন্য নয়রে—এ সামান্য নয়। [মাধাই মারিতে যায়, জগাই ধরিয়া ফেলিল]

নিতাই।   গীত

আর কেন ভাই আয়না প্রাণে মাতরে সবাই হরি গানে
আপন হারা ভুবন সারা করিয়া বিলোলো।
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

জগাই। মেধো হরি বল নইলে তোর সর্বনাশ হবে।

মাধাই। আরে রেখেদে তোর সর্বনাশ। তুই বলিস বল।

[মারিতে উদ্যত হইল, কি দেখিয়া হাত নামাইয়া
ফেলিয়া হরিনাম করিল]

নিমাই হরিদাস ও ভক্তগণের প্রবেশ

নিমাই। একি নিতাই কে তোমার এই দশা করলে, কোন

নরাধম—এ সর্বনাশ করলে, জগাই মাধাই সারাজীবন পাপ করেছিস, আজ আবার মহাজনের অঙ্গে আঘাত করেছিস, তোদের ক্ষমা নেই। শেষ করে দেবো তোদের আজি মহাপাপী। দাদা এমন করে তোমাকে ওরা মেরেছে? [উত্তরায় দিয়ে রক্ত মুছিয়ে দিলেন] জগাই মাধাই জীবন ভোর পাপ করে এসেছিস তোরা। আজ তার ক্ষমা নেই। শেষে কিনা এক হিতকামী সন্ন্যাসীর রক্তপাত করলি? এতই যদি তোদের রক্ত তৃষ্ণা তোরা আমাকে মারলি না কেন? তোদের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে। এবার নিতে হবে দণ্ড—দণ্ড [মহাভাব প্রকাশ পায়] চক্র—চক্র। কোথায় কোথায় আমার সুদর্শন।

নিতাই। প্রভু—প্রভু ত্যজ ক্রোধ, ব্যাথা লাগে নাই। ভিক্ষা চাই তোমার চরণে, কৃপা কর জ্ঞান হীন দুইজনে। দেখ ওরা কেমন ভয়ে জড়সড়। ওদের ক্ষমা না করলে তোমার দয়াময় নামে যে কলঙ্ক পড়বে। প্রভু মাধাই মারিল জগাই ধরিল।

নিমাই। এস জগাই নিতাইকে রক্ষা করে তুমি আমায় কিনেছ। কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করবেন।

জগাই। প্রভু আমি নরাধম।

নিমাই। না—না—তুমি আমার প্রাণের দোসর, হরিনাম করো। বল হরিবোল—হরিবোল হরিবোল [মাল্যদান করিয়া আলিঙ্গন করিল]

জগাই। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল - আঃ একি আনন্দ। একি শান্তি [মাধাইকে দেখিয়া] ওরে মেধো পায়ে ধর—পায়ে ধর।

মাধাই। প্রভু আমার কি হবে—আমার কি হবে?

নিমাই। যার কাছে অপরাধী তুমি তার ক্ষমা ছাড়া তোমার নিস্তার নেই। মহাজনকে আঘাত করেছ। তার ফল তোমায় পেতেই হবে।

মাধাই। প্রভু দয়া কর—আমি অধম রক্ষা কর [নিতাইয়ের নিকট গেল]

নিতাই। হরিনাম শুনে যদি পুণ্য থাকে মোর
তোরে আমি করি সমর্পণ।
ধর নূতন জীবন। আয় রে মাধাই তোর প্রেম চাই—হরিবোলে প্রেম দে আমায়।—[মাল্যদান ও আলিঙ্গন]

মাধাই। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল। ওরে জগাই আমি কোন নরকে ঠাঁই পাব ? এমন দয়াল ঠাকুরকে মেরেছি। আমি নরাধম, আমার কি পরিত্রাণ হবে। আমার মহাপাপ কি নষ্ট হবে ? আমার অন্তরে আগুন জ্বলছে—আমায় পরিত্রাণ কর।

নিতাই। মাধাই তোর কোন ভয় নেই রে। কোন ভয় নেই, যে হরি বলে তার কোটী জন্মের পাপ যায়। "একবার হরিনামে যত পাপ হরে, পাপীর সাধ্য নেই তত পাপ করে"।

নিমাই। আয়রে জগাই আয়রে মাধাই।
হরি বিনা গতি নাই॥
হরি বল পাপ হবে ক্ষয়।
হরি নামে পাপ ভষ্ম হয়।
তুলা যথা অনল পরশে।
গাও সবে জগদীশ হরে॥

ত্রস্ত শ্রীবাসের প্রবেশ

শ্রীবাস। শুধু জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিলে হবে না নিমাই। সারা নবদ্বীপে চলেছে কাজীর অত্যাচার। ভয়ে কেউ পথে বের হতে পারে না। হাবসী-পাঠানে নবদ্বীপ ছেয়ে গেছে। এমন কি নিজের ঘরে বসেও কেউ হরিনাম করতে পারে না। চলেছে অকথ্য নির্যাতন, গুপ্তহত্যা, ঘরে ঘরে অগ্নিসংযোগ। বল এর প্রতিকার কি?

দ্রুত অদ্বৈত আচার্যের প্রবেশ

অদ্বৈত। দলে দলে লোক আসছে আর বলছে যদি এখানে নিজের ঘরে বসে হরিনাম না করতে পারি। তবে আর নবদ্বীপে থেকে লাভ কি? নবদ্বীপ ছেড়ে আমরা অন্যত্র চলে যাব।

নিমাই। কার ভয়ে? তারা নবদ্বীপ ছাড়তে চায়?

অদ্বৈত ও শ্রীবাস। কাজীর ভয়ে।

নিমাই। কাজীর ভয়ে।

শ্রীবাস। কাজী প্ররোচনা না দিলে কি জগাই-মাধাই এতখানি নৃশংস হতে পারতো?

অদ্বৈত। ঐ কাজীই বাইশ বাজারে হরিদাসকে মার খাইয়েছিল।

হরিদাস। ঐ কাজীই আজ নবদ্বীপে এই ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

নিতাই। ঐ কাজীই নবদ্বীপ থেকে বৈষ্ণবদের উৎখাত করতে চায়।

অদ্বৈত। ঐ কাজীই বলতে গেলে জগাই-মাধাইকে দিয়ে মেরেছে।

নিমাই। কাজী—কাজী। হরিদাস—গৃহে গৃহে সংবাদ দাও মঙ্গল কলস বসাতে বলো প্রতি গৃহদ্বারে। শঙ্খ-ঘণ্টা উলুধ্বনি দিতে বলো পুরনারীগনে। প্রস্তুত হোক নবদ্বীপের হাজার হাজার মানুষ। মিছিলের পর মিছিল চলবে কাজীর প্রাসাদে। লাল মশালের মিছিল। মশাল জ্বালাও—জ্বালাও মশাল। বাজাও মৃদঙ্গ, বাজাও করতাল। বাজাও করতাল। [সঙ্গে সঙ্গে মশাল এসে গেল—বেজে উঠল একসঙ্গে বহু মৃদঙ্গ ও করতাল। বাজাতে লাগল শঙ্খ ও উলুধ্বনি] বল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—হরে—হরে—

[প্রস্থান।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

কাজীর প্রাসাদ

. দ্রুত ভয়বিহ্বল কাজীর প্রবেশ

কাজী। হাজার হাজার মানুষের লাল মশালের মিছিল। সারা নবদ্বীপ লাল হয়ে গেছে। একি জাগরন, একি মহা অভ্যুত্থান? একি শৌর্য, একি অপ্রতিহত প্রলয়ঙ্কর জলপ্লাবন, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, খোদা—খোদা আমায় রক্ষা কর। আমার সৈন্যরা ওই ওই হটে আসছে। প্রাণভয়ে পালাচ্ছে।

বান্দার দ্রুত প্রবেশ

বান্দা। কাজী সাহেব বেগম মহলে কান্নার রোল পড়ে গেছে, নিমাই পণ্ডিত তার দল নিয়ে এই দিকেই ছুটে আসছে।

কাজী। এই দিকে?

বান্দা। সিপাহীরা সব প্রাণ ভয়ে পালিয়েছে। যদি বাঁচতে চান কাজী সাহেব পালন।

কাজী। পালাবো আমি চাঁদ কাঁজী, আমি প্রাণ ভয়ে পালাবো? না কথনোই না। আমি তার মুখোমুখী দাঁড়াবো।

নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। এই যে কাজী সাহেব। লক্ষ লক্ষ নবদ্বীপ বাসীর হরিনাম তুমি বন্ধ করে দিয়েছো। তাদের উপরে নির্মম অত্যাচার

করেছ। কিন্তু আর নয়, সত্য আজ মিথ্যার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। ঐ দেখ হাজার হাজার মশাল হাতে নবদ্বীপের প্রপীড়িত মানুষ তোমার গড়ের সামনে সমবেত হয়েছে। মানুষের আদালতে, গণ আদালতে আজ তোমার বিচার হবে।

কাজী। বিচার আমার হয়ে গেছে গৌরহরি।

নিমাই। বিচার হয়ে গেছে? কি বলতে চাও তুমি?

কাজী। আমি জানতাম এ তরঙ্গ কেউ রোধ করতে পারবেনা। যখনই নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, মুসলমানেরা একাধিক বার তোমার নামে নালিশ জানিয়েছে আমার কাছে, নবাব হুসেনশাহের দরবারে, তখনই আমার বিচার হয়ে গেছে। তুমি শাস্তি দাও—শাস্তি দাও।

নিমাই। কি শাস্তি আপনি চান?

কাজী। যে শাস্তি তুমি দেবে তাই আমি মাথা পেতে নেবো। তুমি আমাকে শাস্তি দাও—শাস্তি দাও। আজ আমি ধন্য, আজ আমি কৃতার্থ।

নিমাই। শাস্তি—হ্যাঁ, শাস্তি আপনাকে দেবো, এমন শাস্তি দেবো যা কেউ কোনদিন কল্পনা করতে পারেনি। এমন শাস্তি দেবো যা দেখে ঐ উন্মত্ত জনতা আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়বে, এমন শাস্তি দেবো যা ইতিহাসের পাতায় পাতায় চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। জানেন—জানেন সেই শাস্তি কি? সেই শাস্তি আমার আলিঙ্গন।

কাজী। তখনই আমি বুঝেছি তুমি সামান্য মানুষ নও তুমি খোদার প্রেরিত দূত।

নিমাই। না-না আমি দূত নই, আমি এই প্রপীড়িত নির্যাতীত জন সমাজেরই একজন।

কাজী। তাই যদি হতো তাহলে তোমার তূর্য নিনাদে এত লোক ছুটে আসতোনা, ওই মশালের আলোতে নবদ্বীপ লাল হয়ে যেত না। আমি যদি এই অত্যাচার না করতাম তুমি কি আসতে প্রভু আমার গৃহে—এই মুসলমানের কুটিরে।

নিমাই। কাজী সাহেব ওই জাগ্রত জনতা দাঁড়িয়ে আছে, আসুন কাজীসাহেব আমি নিজে আপনাকে ওদের কাছে নিয়ে যাই আপনার হয়ে আমি তাদের বলবো কাজী সাহেব "আজ অগ্নিশুদ্ধ" কাজীসাহেব আজ খাঁটি মানুষ, কাজী সাহেব তোমাদের ভাই একে তোমরা ক্ষমা করো। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

কাজী। এ সত্যকে স্বীকার করবার সাহস তুমি আমাকে দিয়েছো নিমাই। আজ আর নবাব হুসেনশাহের রক্তচক্ষুকে আমি ভয় করিনা। ওই বিশাল জনতার পাশে দাঁড়িয়ে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করবো—"আজ থেকে নবদ্বীপে সকলেই আবাধে হরিনাম করতে পরাবেন।" কেউ যদি তাতে বাধা দেয়—তাকে গ্রহণ করতে হবে মৃত্যু দণ্ড।

[নেপথ্যে] জয় গৌরহরি—জয় গৌরহরি

[আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া নিমাই ও কাজীর প্রস্থান।

———

চতুর্দশ দৃশ্য

নিমাইয়ের গৃহ

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ

বিষ্ণুপ্রিয়া। লাল মশাল—লাল মশালের আলোতে সারা নবদ্বীপ লাল হয়ে গেছে। ওরা নাকি—জগাই—মাধাই কে উদ্ধার করে—কাজীর বাড়ীর দিকে চলেছেন। ওগো তুমি কি? যখন ভাবি গর্বে আমার বুক ভরে ওঠে—ভাবি—বিধি তোমাকে কি দিয়ে গড়েছেন—? কিরূপে?

কাঞ্চনের প্রবেশ

গান

না জানি কি দিয়া বিধি গড়িয়াছে গোরা।
তুলনা নহিল স্বর্ণ কেতকী মনোহরা॥
আহা মরি গোরারূপের কি দিব তুলনা।
তুলনা নাহলে যে কষিত বান সোনা॥
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম।
তুলনা নাহল রূপে চম্পকের দাম॥

দ্রুত শচীমাতার প্রবেশ

শচীমাতা। বৌমা—বৌমা—।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি মা।

শচীমতা। নিমাই কোথায়?

বিষ্ণুপ্রিয়া। জানিনা মা।

শচীমাতা। কিছুই তো তুমি জাননা। অথচ তোমারই জানার কথা সবার চেয়ে বেশী?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি হয়েছে মা?

শচীমাতা। কি হয়েছে তা জেনে তোমার কি হবে? তোমার তো ষোল বছরের ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ী থেকে চলে যায়নি। কাঞ্চন যা খবর রাখে তাও তুমি রাখ না?

বিষ্ণুপ্রিয়া। সকালে বাড়ী এসে একটু ঘুমিয়ে ছিলেন। আপনি তখন গঙ্গার ঘাটে গেছেন, দামোদর এসে ওকে ডেকে নিয়ে গেল।

শচীমাতা। তাইতো বলছিলাম, আসলে তুমিই পারনা ওকে চোখে চোখে রাখতে। সোমত্ত বৌ ঘরে অথচ ছেলে আমার সারারাত শ্রীবাস অঙ্গনে। না হয় নগর সংকীর্তনে। কেন পার না তুমি তাকে আটকে রাখতে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। হয়তো সেই কথাই ঠিক মা, আমি তার যোগ্য হতে পারিনি। সে কথা আমি বুঝি মা। না হলে ঘরে বসে বসে যখন তিনি কাঁদেন, আমি তার কান্না থামাতে পারি না কেন? হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে যখন তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান, কেন, কেন আমি তাকে বারণ করতে পারি না—? [অশ্রু সজল চোখে] আমি চেষ্টা করি মা···আমি চেষ্টা করি, তবু আমি পারিনা মা তবু আমি পারিনা—পারিনা।

[কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থানোদ্যত।]

কাঞ্চন। তুমি এমন করে সইকে বকলে মাসীমা, এমন করে বকলে।

শচীমাতা। বৌমা—বৌমা—আমার উপর তুমি রাগ করো না বৌমা—আমি যে ঘর পোড়া—গরু—সিন্দুর মেঘের আমার বড় ভয়। তার উপর আবার কেশব সন্ন্যাসী। ঘরবাটি—

[বলতে বলতে প্রস্থান।

বিষ্ণুপ্রিয়া।—

গীত

জনম অবধি হাম, রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সেই মধুর বোল, শ্রবণ হি শুনিনু
শ্রুতিপথ পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঙাইনু
না বুঝিনু কৈছল কেলি॥
লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়ে রাখিনু
তবু হিয়া জুড়ন না গলি॥

কাঞ্চন। সই তুই নাকি। অভিমান করে বাপের বাড়ী চলে যাচ্ছিস?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কই না তো?

কাঞ্চন। নাতো কিরে। তোর ভাই যাদব এসেছে যে নিতে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আচ্ছা—বলতো কাঞ্চন,' আমি কি করবো? আমি কোন ছার? তাঁর কত ভক্ত, কত জন, কত কাজ? তবু ভাবি। এত লোকের কল্যান যার ভাবনায়, আমার ভাবনা তিনি নাই

বা ভাবলেন। সে কথাতো মা বুঝতে চান না--, এ আমার কি হলো কাঞ্চন—এ আমার কি হলো।

[চোখের জল মুছতে মুছতে প্রস্থান।

কাঞ্চন। বিষ্ণুপ্রিয়া—সত্যই তুমি গৌর প্রিয়া—তোমাকে প্রণাম জানাই সই—তোমাকে প্রণাম জানাই।

[প্রস্থান।

———

পঞ্চদশ দৃশ্য।

গঙ্গাতীর

গীতকণ্ঠে নিত্যানন্দের প্রবেশ

গীত

নিত্যানন্দ। সন্ন্যাস লইবে নিমাই
সন্ন্যাস লইবে।
কেমনে নদীয়া বাসী
নদীয়ায় রহিবে ?
তরঙ্গ রহিত হেরি জাহ্নবীর ধারা,
মেঘেতে ঢেকেছে যেন, আকাশের তারা
পিককুল কলরব কোথা হলো হারা
শুক শারি কাঁদে।
(তারা) কি কথা কহিবে।

দ্রুত অদ্বৈতের প্রবেশ

অদ্বৈত। একি শুনছি নিত্যানন্দ। নিমাই নাকি সন্ন্যাস নেবে। স্বপ্নেও যে একথা বিশ্বাস করা যায় না।

নিত্যানন্দ। বিশ্বাস কি আমিও করেছিলাম। কিন্তু নিমাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সে সন্ন্যাস নেবেই। সে বলে সন্ন্যাস না নিলে জীবের মুক্তি হবে না।

দ্রুত শ্রীবাসের প্রবেশ

শ্রীবাস। একি শুনছি—আচার্য নিমাই নাকি সন্ন্যাস নেবে?

অদ্বৈত্য। তাইতো শুনছি শ্রীবাস।

শ্রীবাস। নিমাই সন্ন্যাস নিলে, আমরা বাঁচব কি করে আচার্য?

নিত্যানন্দ। আমরা বাঁচবো না আচার্য। আপনি এর একটা বিহিত করুন।

অদ্বৈত্য। তোমার কথাই যখন শোনেনি তখন কি আর আমার কথা শুনবে?

দ্রুত হরিদাসের প্রবেশ

হরিদাস। শুনবেন্—শুনবেন—। আচার্য সংবাদ কি সত্য?

অদ্বৈত। সত্য না হলে এত মর্মান্তিক হয়?

হরিদাস। তবে আর আমরা নবদ্বীপে থাকব কার জন্য? আমিও প্রভুর সঙ্গে—যাবো। তাঁর মুখ চেয়েই ত সংসারের মায়া ছেড়ে এসেছি। তিনিও যদি চলে যান, তবে কেমন করে থাকবো নদীয়ায়।

নিত্যানন্দ। একথা জানাতে কি আর বাকী থাকে? একথাও বাতাসের মুখে ছুটবে।

হরিদাস। প্রভু আমাদের প্রতি কেন এমন অকরুন হলেন। কি অপরাধ করেছি আমরা?

অদ্বৈত্ত। সে কি শুধু নিজের কথাই ভাবলো? তাঁর বৃদ্ধা মায়ের কথা, বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা।

নিত্যানন্দ। সব কথাই তাঁকে বলেছিলাম, সে বলে কিনা

সন্ন্যাস আমি নেবোই শ্রীপাদ। আমার এ মোহন বেশ, এই বাহ্য বিলাস, তোমাদের ভাল লাগ্‌তে পারে। কিন্তু সাধারণ লোকতো এ চায়না। আমাকে ছেড়ে দিত তোমাদের খুবই কষ্ট হবে। কষ্ট আমারও হবে। তবু জীবের উদ্ধারে জন্য জীবের তৃপ্তির জন্য সন্ন্যাস আমাকে নিতেই হবে।

অদ্বৈত্য। একান্ত আপনার জনকে কাঁদাবেন প্রভু—কাঁদাবেন—শচীমাতা—কাঁদবেন বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি যে ভাবতে পাচ্ছি না শ্রীবাস।

শ্রীবাস। না আমরা তাঁকে যেতে দেবো না।

হরিদাস। শুনবো না প্রভুর কোন কথা শুনবো না।

নিত্যানন্দ। সে কথা কি ওই পাষাণ শুনবে?

অদ্বৈত। চল সবাই মিলে একবার প্রভুর কাছে যাই—

কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত চাপালের প্রবেশ

চাপাল। একবার আমাকে নিয়ে যাবেন আচার্য—একবার আমাকে নিয়ে যাবেন তাঁর কাছে।

নিত্যানন্দ। একি—তুমি—চাপাল-গোপাল।

চাপাল। হ্যাঁ—আমি—দেখনা—সারা গায়ে কেমন কুষ্ঠ হয়েছে—এই হাতে—এই মুখে। আমাকে দেখে কেউ আর চিনতে পারে না। বাড়ীতে আমার স্থান নেই—স্ত্রী—পুত্রেরা—বাড়ীর বাইরে একখানা ঘর করে দিয়েছে। গায়ে কি দুর্গন্ধ—কি যন্ত্রনা।

শ্রীবাস। কেন এমন হলো চাপাল?

চাপাল। তোমার অভিশাপে—তোমার বাড়ীতে আমি এই হাতে গো মাংস ফেলেছিলাম—এই হাতে মদ ঢেলেছিলাম—

তোমাদের কতজনকে হত্যা করেছি—। আমায় তোমরা বাঁচাও—, আমাকে একবার গৌরাঙ্গের কাছে নিয়ে চল। তাঁর করুণা স্পর্শে —আমার সব রোগ ভাল হয়ে যাবে।

অদ্বৈত। বেশ চল আমাদের সঙ্গে—তোমাকে আমরা গৌরাঙ্গের কাছে নিয়ে যাবো। জগাই-মাধাই উদ্ধার হয়েছে।

শ্রীবাস। কাজী সাহেব উদ্ধার হয়েছে।

হরিদাস। কত ব্রাহ্মণ চণ্ডাল উদ্ধার হয়েছে।

নিত্যানন্দ। চাপাল-গোপাল, তুমিও উদ্ধার হবে। ভজ গৌরাঙ্গের নাম, জপ গৌরাঙ্গের নাম—সর্বপাপ দূরে যাবে—সর্বপাপ দূরে যাবে। এই নাম জপই একমাত্র মুক্তির পথ। ভজ গৌরাঙ্গ, ভজ গৌরাঙ্গ, জপ গৌরাঙ্গের নামরে। [সুরে]

সকলে। ভজ গৌরাঙ্গ, ভজ গৌরাঙ্গ জপ গৌরাঙ্গের নামরে।

এক ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ

ব্রাহ্মণ। থামো--কোথায় সেই গৌরাঙ্গ—। গৌরাঙ্গের নাম করলে মুক্তি হয় তবে কেন—আমাকে সেদিন শ্রীবাস আঙ্গিনায় ঢুকতে দিল না তোমাদের গৌরাঙ্গ। একদিন নয় দুদিন। কেন আমরা কি মানুষ নই? আমাকে অপমান করবার কি অধিকার আছে গৌরাঙ্গের?

নিত্যানন্দ। অধিকার না থাকলেও কারণ নিশ্চয়ই আছে।

ব্রাহ্মণ। কারণ তোমরা দাম্ভিক। আমিও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। আমারও শক্তি আছে, আমারও তপস্যা আছে। আমি যেমন হতমান হয়েছি, তেমনি আমি গৌরাঙ্গকে অভিশাপ দেবো।

সকলে। ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ। সত্য যদি আমি ব্রাহ্মণ হই—, সত্য যদি হয় আমার উপবীত—আমি অভিশাপ দিচ্ছি—গৌরাঙ্গের যাবতীয় সংসার সুখ নষ্ট হোক—নষ্ট হোক—নষ্ট হোক।

[পৈতা ছিড়ে প্রস্থান।

অদ্বৈত। এই অভিশাপ বহন করে—এস মৌনমুখে—আমার প্রভুর গৃহে গমন করি। হায় ব্রাহ্মণ—তুমি কি করলে—ব্রাহ্মণ।
[অগ্রে অদ্বৈত, পরে শ্রীবাস, নিত্যানন্দ, হরিদাস, সর্বশেষে—চাপাল গোপাল—হেঁট মস্তকে—নীরবে—প্রস্থান করেন।

ষোড়শ দৃশ্য

শচীমাতার গৃহ

নিমাই ও শচীমাতার প্রবেশ

শচীমাতা। শুনলিনা তো কারও কথা, অদ্বৈত, শ্রীবাস সবাই কেঁদে চলে গেল। তাছাড়া, তুই একবার ভেবে দেখ নিমাই, বৌমার কি এখন কৃষ্ণ ভজনার সময়? বুড়ী মায়ের বুক ভেঙ্গে দিয়ে, বৌমাকে অকূলে ভাসিয়ে ভক্তদের বুকে শেল হেনে, তুমি যে কি পুন্য অর্জন করবে তা তুমিই জান।

নিমাই। এতো বিচ্ছেদ নয় মা। এযে অনন্ত মিলন। আমি তো আত্ম সুখের জন্যে সন্ন্যাস নিচ্ছিনা মা। আমি, তুমি, বিষ্ণুপ্রিয়া, জীবের কল্যানে, তিনজনে একই কাজ করছি মা।

শচীমাতা। জীবের কল্যাণ করব নিমাই, আমি, বৌমা, তোমার ভক্তেরা, কি জীব নয়?

নিমাই। সন্ন্যাস আমাকে নিতেই হবে মা।

শচীমাতা। সন্ন্যাস তোকে নিতেই হবে? তাহলে তুই কি আর আমাকে মা বলে ডাকবি নে? বিশ্বরূপ চলে গেছে নিমাই, তুই ও চলে যাবি, তাহলে আমাকে মা বলেতো আর কেউ ডাকবে না বাবা। কেউ অমোকে 'মা' বলে ডাকবি না তোরা? [কাঁদেন]

নিমাই। মা মা, মাগো, কেঁদো না মা। তুমি আমার মা, চিরদিন চিরকাল। [মাকে জড়িয়ে ধরেন।]

শচীমাতা। নিমাই—নিমাই—আমার নিমাই। [গায়ে হাত বুলিয়ে দেন।]

নিমাই। আমি যে স্ববশে থাকতে পারিনা মা, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছায় আনন্দ নেই, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাতেই প্রকৃত আনন্দ। তাইতো হা-কৃষ্ণ; বলে মন আমার কেঁদে ওঠে। আমি তোমাদের সব ভুলে যাই। কিন্তু না, না, মা থাক, আমার যত কষ্ট হোক, যত অকল্যাণই হোক, তোমাকে এমন করে কাঁদিয়ে আমি কোথাও যাব না মা।

শচীমাতা। তুই কোথাও যাবি না তো। তুই আমার কাছেই থাকবি।

নিমাই। হাঁা মা। কিন্তু জীবের কল্যাণ বড় কষ্ট, বড়ব্যাথা মা বড়ব্যাথা।

শচীমাতা। তোর কষ্ট হবে, তোর অকল্যাণ হবে?

নিমাই। জীবের কল্যানই তো আমার কল্যাণ মা

শচীমাতা। না—না—না নিমাই [দীর্ণ কণ্ঠে তোর কষ্ট হবে, তোর অকল্যাণ হবে। তা আমি জীবন থাকতে সইতে পারবো না। যাতে তোর আনন্দ, সন্ন্যাসেই, সন্ন্যাসেই যদি তোর কল্যাণ, আমি সানন্দে অনুমতি দিচ্ছি বাবা, তুই সন্ন্যাস নে।

নিমাই। মা—মা—তুমি আমাকে অনুমতি দিলে মা?

শচীমাতা। হাঁা—আমি অনুমতি দিয়েছি।

নিমাই। এঁ্যা, মা—অনুমতি দিয়েছো।

শচীমাতা। [মর্মভেদী কান্নায়] অনুমতি দিয়েছি। এ আমি কি করলাম নিমাই? নিমাই আমি মা হয়ে নিজের হাতে তোকে

কৌপীন তুলে দিলাম রে, নিজের হাতে কৌপিন তুলে দিলাম।
[মর্মভেদী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন]

[প্রস্থান।

নিমাই। তুমি আমাকে আর কত পরীক্ষা করবে? ওগো শ্যামসুন্দর, তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, মা নেই, স্ত্রী নেই, ভাই নেই, বন্ধু নেই। শুধু আছ তুমি। শুধু তুমি শুধু তুমি।

[একটা পাত্রে দুটো ফুলের মালা—চন্দন কুমকুম ইত্যাদি সাজিয়ে নিয়ে হাসিমুখে প্রবেশ করেন বিষ্ণুপ্রিয়া।]

বিষ্ণুপ্রিয়া। কে—শুধু আমি?

নিমাই। হ্যাঁ তুমি ছাড়া আর কে? আচ্ছা এবার তো তোমার বিশ্বাস হয়েছে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি?

নিমাই। যা শুনে তুমি সাত তাড়াতাড়ি বাপের বাড়ী থেকে শীতের রাত্রেই চলে এলে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। সকলেই বলাবলি কচ্ছিল—তারপর কাঞ্চন বললে—।

নিমাই। আর অমনি চলে এলে? বুঝতে পারছো—এখন এসব কত মিথ্যে? আজকে—মায়ের হাতের গর্ভ মোচার ঘণ্ট, আর লাউয়ের পায়েস কেমন হয়েছিল খেতে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। খুব ভাল। আমার হাতের রান্না তো তোমার পছন্দই হয় না।

নিমাই। তোমার হাতের ফুলের মালা পছন্দ হয়। [উভয়ের হাসি।]

বিষ্ণুপ্রিয়া।—

গীত

কি মোহিনী জান বঁধু, কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কইনু দিবস, দিবস কইনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি॥
এই ভয় ওঠে মনে এই ভয় ওঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি টুটে॥

নিমাই। [হাত ধরে] একথা কেন প্রিয়া? তুমি আমার প্রাণ-প্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া। সর্ব সময় তুমি আছ আমার অন্তরে। তোমার সঙ্গে কখনও আমার বিচ্ছেদ নেই। তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া—তোমার নাম তুমি সার্থক কর।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার বিষ্ণু তো তুমি। আমার দ্বিতীয় বিষ্ণু তো কেউ নেই।

নিমাই। তুমি পতিপ্রাণা। পতির কল্যানই তোমার কাম্য।

বিষ্ণুপ্রিয়া। [হঠাৎ কি যেন বুঝে] কি বলতে চাও তুমি?

নিমাই। প্রিয়া তুমি আমার জীবন। তোমাকে ফাঁকি দিতে পারি এমন সাহস নেই আমার।

বিষ্ণুপ্রিয়া। [হতাশ চোখে] কিসের ফাঁকি?

নিমাই। তুমি ঠিকই শুনেছো। [পরম গম্ভীর ভাবে]

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি ঠিক শুনেছি?

নিমাই। আমি সন্ন্যাস নেবো প্রিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তু—মি—স—ন্ন্যা—স—নে-বে। [মূর্চ্ছা]

নিমাই। [নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাড়াতাড়ি ধরেন ও আসনে বসিয়ে দেন।] প্রিয়া—বিষ্ণুপ্রিয়া—বিষ্ণুপ্রিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া। [মূর্চ্ছা ভাঙ্গে] কোথায়?—ওগো তুমি কোথায়?

নিমাই। এই তো তোমার পাশেই আছি প্রিয়া ভয় কি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। [ম্লান হাসি হেসে] না আমার আর ভয় কি? তুমি তো রয়েছ আমার পাশে।

নিমাই। কৃষ্ণকে না পেলে আমি প্রাণে বাঁচবো না প্রিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমাকে না পেলে আমিও যে বাঁচবো না প্রিয়।

নিমাই। সর্বস্বত্যাগ করে সন্ন্যাসী না হলে জীব আমার কাছে আসবে না—হরিনাম নেবে না। হরিনাম না নিলে তাদের যে উদ্ধার নেই।

বিষ্ণুপ্রিয়া। জগাই, মাধাই, কাজী, চাপাল—সকলেই তো উদ্ধার হয়েছে—কই তখন তো সন্ন্যাস নিতে হয়নি।

নিমাই। প্রিয়া আমার এ সন্ন্যাস তো শুধু আমার জন্যে নয় তোমারও এতে মঙ্গল।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার মঙ্গল। তোমার কৃষ্ণ আছেন। কিন্তু আমার থাকবে কি?

নিমাই। তোমারও কৃষ্ণ আছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া। না, আমি যেতে দেবো না! লোক তোমাকে কত অপবাদ দেবে। সে অপবাদ আমি সইতে পারবো না। বরং আমি যদি বাধা হই। আমি বাপের বাড়ী গিয়ে থাকবো, তুমি ঘরে থাকো। সন্ন্যাস নিলে, মা কি বাঁচবেন।

নিমাই। মা অনুমতি দিয়েছেন প্রিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা অনুমতি দিয়েছেন ?

নিমাই। হ্যাঁ, অনুমতি দিয়েছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা দিয়েছেন দিন—আমি অনুমতি দেবো না।

নিমাই। চেয়ে দেখোতো, আমি কে ? [হঠাৎ নিমাইয়ের মূর্ত্তির মধ্যে বিষ্ণুমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়]

বিষ্ণুপ্রিয়া। না—না---না এ ঐশ্বর্য্য আমি চাই না। এরূপ নয়, এরূপ নয়। আমার স্বামীই আমার নারায়ণ, তোমার পায়ে পড়ি—তুমি আমার স্বামীকে এনে দাও।

নিমাই। [নিজমূর্তিতে ফিরে আসে] প্রিয়তমে, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার প্রেম। তাই তো বলি আমার কল্যাণ কর্মে, তুমি আমার সহায় হও—। তুমি না কাঁদলে জীব কাঁদবে না। তুমি কেঁদে জীবকে কাঁদাবে। আমার কান্নার কিছু হলো না। তোমাকে কাঁদাবার জন্যই আমি গৃহত্যাগ করবো।

বিষ্ণুপ্রিয়া। বেশ। [কেঁদে ফেলেন] তুমি বলছো সন্ন্যাস নিলে তোমার মঙ্গল হবে, জীবের পাপ ধুয়ে যাবে, তাদের মঙ্গল হবে ?

নিমাই। জীবের মঙ্গল হবে, কল্যাণ হবে—আমার কল্যাণ হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তাই হোক। তোমার ইচ্ছাই—আমার ইচ্ছা, তোমার সুখই—আমার সুখ। আমার—বড্ড—ঘু—ম—পা—চ্ছে—প্রি—য়—। তুমি—আমার—কাছে—থাকো। তোমার—মঙ্গলই—আমার মঙ্গল। [মুহূর্তে বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুমিয়ে পড়েন—পার্শ্বে—নিমাই—শেষ—যুগলমূর্তি—দেখলো—বিশ্ব। আস্তে করে বিষ্ণুপ্রিয়ার হাত সরিয়ে দিলেন নিমাই।]

নিমাই। আর নয়, মায়া, এইবার ছিন্ন-হোক তোমার বন্ধন।

[বেশভূষা, খড়ম ত্যাগ করে—সামান্য ধুতি পরলেন। দেহে কিছুই রইল না—শুধু উপবীত, চারিদিকে এক করুন সুর মূর্চ্ছনায় সব যেন বেদনাতুর করে তুলছিল] মাগো প্রণাম নাও—মা, পিতৃদেব, বিশ্বরূপ দাদা, আমার প্রণাম নাও, অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস, নিত্যানন্দ, আমার আর ভক্তগণ, দাও তোমাদের শুভেচ্ছা। বিদায় দাও আমার সাধের মায়াপুরি নবদ্বীপ, আমার বাল্যের, কৈশোর—যৌবনের লীলা ভূমি, জননী-জন্মভূমি—বিদায় বিদায়—বিদায়—আমার প্রাণময়ী প্রিয়া—বিষ্ণুপ্রিয়া—বিষ্ণুপ্রিয়া। [বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে শেষবার করুণ নয়নে তাকালেন]

[প্রস্থান।

[বিষ্ণুপ্রিয়া হঠাৎ জেগে ওঠেন]

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওগো কোথায় তুমি? [ধড়মড় করে ওঠেন।] তুমি কোথায়? ওগো তুমি কোথায়? তুমি কি বাইরে গেছো? কই—কোথাও তো দেখছি না। ওগো—শুনছো—তুমি কোথায়? কোন সাড়া নেই, [একটু জোরে] ও—দুষ্টুমি হচ্ছে—কোথায় লুকিয়ে থেকে দুষ্টুমি হচ্ছে শুনি? রাগ করবো কিন্তু,—একি—কাপড়,—একি—সাড়া নেই কেন। তাহলে কি তুমি চলে গেছো আজই - চলে গেছো —[চীৎকার করে] মা—মা—মা—মাগো।

আলুথালু বেশে শচীমাতা প্রবেশ করেন

শচীমাতা। কি হয়েছে বৌমা? কি হয়েছে? তুমি অমন ক'চ্ছো কেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। উনি কোথায়? ঘরে তো নেই।

শচীমাতা। অ্যাঁ কি বললে বৌমা? নিমাই ঘরে নেই?

বিষ্ণুপ্রিয়া। এই তো ছিলেন—কত কথা বললেন। আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

শচীমাতা। নিমাই—নিমাই—বাবা আমার—নিমাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেউ তো সাড়া দেয় না মা। মাগো আমি যে [কেঁদে ফেলেন] ভাবতে পাচ্ছিনা মা। আমাকে বললে—মা মত দিয়েছেন, তুমি মত দাও—আমার ধর্ম রক্ষা কর। কৃষ্ণ ছাড়া আমি বাঁচবো না। আমাকে তোমরা ঘরে বেঁধে রেখে দিও না। একবার ও জানতে পাচ্ছিনে আজই—আজই—তিনি—মাগো—মা—।

শচীমাতা। নিমাই নিমা—ওই—যে—ওই যে ওর চাদর—ফুলের—মালা—সব পড়ে রয়েছে—।

বিষ্ণুপ্রিয়া। অ্যা—[কাপড়, চাদর, মালা উঠিয়ে নেন, মালাটা উঠিয়ে দেখেন মালাটা ছেঁড়া] মাগো মালাটা ছিঁড়ে গেছে—মা, মালাটা ছিঁড়ে গেছে—। গঙ্গার জলে নাকের বেশর—হারিয়ে গেল আজ—তাই কি আমি সব হারালাম মা—মাগো—।

শচীমাতা। [হঠাৎ কঠিন হয়ে] নিমাই—ও—শেষে পথে পা বাড়াল। আমার সব—ভয়ের অবসান হলো, তাই না বৌমা? হায় হতভাগিনী তুইও তাকে ধরে রাখতে পারলিনে। এখন কি নিয়ে বেঁচে থাকবি। [হঠাৎ বুকের উপর হাত দিয়ে মর্মভেদী চীৎকার করে ওঠেন] নিমাই, এই—মাঘ মাসের শীতে—এক কাপড়ে—চলে গেল—আজই চলে গেল? বলে মাগো—শ্রীধর এই—লাউটা দিয়েছে—লাউয়ের পায়েস—রাঁধ মা—শেষ—শেষ রান্না বলে—খুব ভাল হয়েছে, মা—পায়েসটা আর একটু দাও—না-না, ওকে আমি আর যেতে দেবো না—ডাকো, ডাকো—বৌমা—তুমিও ডাকো হয়তো বেশী দূরে যায়নি—এস-এস, কই ডাকো

—নিমাই—নিমাই—নিমাই। [বিষ্ণুপ্রিয়াকে হাতেধরে বেরিয়ে যান।
ওর নিমাই ডাকের প্রতিধ্বনি ভেসে আসে—]

শচীমাতা। —নিমাই প্রতিধ্বনি—নাই—।

নিমাই— „— নাই—

নিমাই— „— নাই—।

[আস্তে আস্তে—নিমাই ডাক স্তিমিত হয়ে আসে]

দ্রুত নিতাই ও হরিদাস প্রবেশ করে

হরিদাস। কোন, খোঁজ পেলেন শ্রীপাদ। দিকে দিকে লোক পাঠিয়েছি। শ্রীবাস ও বেরিয়েছেন। শান্তিপুরে অদ্বৈত্য আচার্যকে একটা সংবাদ দেওয়া দরকার।

নিতাই। হরিদাস, এদিকে আমি সব দেখছি। তুমি জলঙ্গী পার হয়ে স্বরূপগঞ্জ হয়ে শান্তিপুরে যাও। হয়তো ওই পথে, কাঞ্চনপুরে, ঈশ্বর পুরীর ওখানে যেতে পারে।

হরিদাস। সেই ভাল, আমি এই দণ্ডে আপনার নির্দেশ মত কাজ কচ্ছি। জয় গৌর। [প্রস্থান।

শ্রীবাসের দ্রুত প্রবেশ

শ্রীবাস। গৌরাঙ্গের কোন খোজ পেলে নিতাই।

নিতাই। না।

শ্রীবাস। জেলেরা বলছে, ভোর রাতে গঙ্গায় নিমাইকে সাঁতার দিতে দেখেছে তারা।

নিতাই। তবে আর কথা নেই। নিমাই গঙ্গা পার হয়ে কেশব ভারতীয় ওখানেই গেছে।

শ্রীবাস। কেশব ভারতীর ওখানে? কোথায়?

নিতাই। কাটোয়া।

শ্রীবাস। তবে কি আমি কাটোয়া যাবো?

নিতাই। না আপনি প্রভুর বাড়ীতেই থাকুন। মাকে, বধূ-মাতাকে রক্ষা করুন। কয়েকজনকে নিয়ে আমি এখোনি কাটোয়া রওনা দিচ্ছি। শচী মায়ের চোখের জল আমি আর সইতে পাচ্ছি না। আপনি মাকে বলবেন যেমন করেই হোক—আমি নিমাইকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবোই। যদি না নিয়ে আসতে পারি গঙ্গার জলে এজীবন বিসর্জন দেবো।

শ্রীবাস। একি মহা বজ্রপাত, হায়—হায়—হায়—চোখের জল যে বাঁধ মানে না। আমি কি করে সান্ত্বনা দেবো—শচীদেবীকে কোন কথায় সান্ত্বনা দেবো—অভাগিনী বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে।

[কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান।

সপ্তদশ দৃশ্য।

নবদ্বীপ—নিমাইয়ের গৃহ

ক্রন্দনরতা উদ্‌ভ্রান্ত বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি বলেছিলে তোমাকে না বলে আমি যাবো না, সেই না বলেই তো গেলে, বিয়ের দিনই আমি বুঝেছিলাম, বাসর ঘরে যাবার সময় সেই অমঙ্গল, আমার আঙ্গুল উচোট লেগে কেটে গেল। তুমি বলেছিলে, ভয় কি, আমি তো আছি। হাঃ হাঃ হাঃ তুমি তো আছ। কোথায় আছ? আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছ না? হ্যাঁ—আছ বৈকি, সব শূন্য করে দিয়েই কাছে আছ? তাই না?

কঠিন প্রতিমা শচীমাতার প্রবেশ

শচীমাতা। বৌমা—বৌমা।

বিষ্ণুপ্রিয়া। [চোখ মুছে] কি মা?

শচীমাতা। এখনও চুপ করে বসে আছ বৌমা? রান্না-বান্না নেই? যাও স্নান করে এস? নিমাই এর টোল আছে না? জান বৌমা, নিমাই না, ঐ নিমগাছটার তলায় হয়েছিল? তাই সকলে নাম রাখলেন নিমাই। নিমাই আমার কত যে দুষ্টু ছিল ছোটবেলায়। তারপর বড় হয়ে গেল—একেবারে নিমাই পণ্ডিত। বল্লভ আচার্যের মেয়ে লক্ষ্মী—তার সঙ্গে বিয়ে হোল—আবার লক্ষ্মী—চলেও গেল। হাঃ—হাঃ—হাঃ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মাগো—মা

শচীমাতা। তারপরে তো তুমি এলে, সেই গঙ্গার ঘাটে তোমার সঙ্গে দেখা হোতো। মনে আছে—সব মনে আছে। রাক্ষসী, দে—আমার নিমাইকে ফিরিয়ে দে। ছেলেটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস? [কাতর কণ্ঠে] না—না—অনুনয় করে বলছি, কেঁদে—কেঁদে বলছি, ফিরিয়ে দে—ফিরিয়ে দে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা – মাগো, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন মা, আমি রাক্ষসিই বটে--কে বলেছে—আমি বিষ্ণুপ্রিয়া—আমি আপনার সোনার সংসার শ্মশান করে দিয়েছি মা—পুড়িয়ে থাক করে দিয়েছি। কেন—কেন—আপনি ঘটা করে আমাকে ঘরে আনলেন—মা—কেন আমাকে ঘরে আনলেন।

শচীমাতা। এ্যা—কে? আমার বৌমা? আমার সোনার বৌমা? বিষ্ণুপ্রিয়া, মাগো, তোকে কি আমি এ জন্য ঘরে এনেছিলাম। আহা রে—সোনার মুখখানা কালী হয়ে গেছে—আজ—আজ তিনদিন একটি দানাও পড়েনি মুখে, এক ফোঁটা জল গলেনি গলা দিয়ে। হতভাগী—একটু জল খাবিনে তুই—গলা শুকিয়ে যে কাঠ হয়ে যাবে।

দ্রুত নিত্যানন্দের প্রবেশ

নিত্যানন্দ। মা—মা—মাগো।

শচীমাতা। কে—কে— ডাকেরে আমায়, নিমাই ফিরে এলি বাবা?

নিতাই। আমি তোমার নিতাই মা।

শচীমাতা। নিমাই কোথায়? নিমাই আসেনি?

নিতাই। নিমাই এসেছে মা।

শচীমাতা। নিমাই এসেছে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। এসেছেন তিনি?

শচীমাতা। কিন্তু, কোথায় নিমাই? তাকে এখানে নিয়ে এস।

বিষ্ণুপ্রিয়া। সত্যিই কি তিনি এসেছেন প্রভু?

নিত্যানন্দ। নিমাই নবদ্বীপে আসেনি মা।

শচীমাতা। তবে কোথায়? তুমি যে বলেছিলে নিতাই, যেমন করেই হোক তাকে নিয়ে আসবে?

নিতাই। তাকে আমি ফিরিয়ে এনেছি মা।

শচীমাতা। ফিরিয়ে এনেছো—তাহলে এখানে আনছো না কেন?

নিতাই। পাঁচ বছর কেটে না গেলে তো সে নবদ্বীপে আসতে পারবে না মা।

শচীমাতা। কেন?

নিতাই। নিমাই যে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে।

শচীমাতা। সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয়ে গেছে? [কেঁদে ফেলেন] কৌপিন বাস পরেছে?

নিতাই। হ্যাঁ মা...

[বিষ্ণুপ্রিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে থাকেন]

শচীমাতা। দণ্ড কমণ্ডলু হাতে নিয়েছে?

নিতাই। হ্যাঁ মা....

শচীমাতা। গলার পৈতে ফেলে দিয়েছে?

নিতাই। দিয়েছে মা।

শচীমাতা। আর—আর মাথার সেই চাঁচর চুলগুলি? [চোখের জল বাঁধ মানে না]

নিতাই। মস্তক মুণ্ডন সন্ন্যাসের অঙ্গ মা।

শচীমাতা। [চীৎকার করে] সে সন্ন্যাসী কোথায় ?

নিতাই। তাঁকে আমি বৃন্দাবনে নিয়ে যাচ্ছি, এই কথা বলে ভুলিয়ে শান্তিপুরে নিয়ে এসেছি মা। অদ্বৈত আচার্যের বাড়ী। ভক্তেরা সবাই জড়ো হয়েছে, নিমাই তোমাকে দেখতে চেয়েছে মা, চল মা শান্তিপুরে চল।

শচীমাতা। আমি শান্তিপুরে কোন নিমাইকে দেখতে যাবো ?

নিতাই। সে কি মা, প্রভুর মুখে সব সময় মা-মা ডাক। আমাকে তো জোর করে নিমাই পাঠালেন মা।

শচীমাতা। সেই পাঠিয়েছে ? সেই পাঠিয়েছে। আজ তিন দিন তিনরাত তাকে দেখিনি। তবে আর দেরী কেন নিতাই ? আমাদের নিয়ে চল। নিয়ে চল। বৌমা—তুমি একটু প্রস্তুত হয়ে নাও। আমি ওর জন্যে কয়েকটা নারকেল নাড়ু নিয়ে যাবো। আমার হাতের নারকেল নাড়ু ও যে বড্ড ভালবাসে বৌমা—বড্ড ভালবাসে।

[প্রস্থান।

বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রস্তুত আর কি মা ? এই তো বেশ আছি। স্বামী যদি সন্ন্যাসী, আমাকেও তুমি সন্ন্যাসিনীর বেশ দাও মা। জীব কল্যাণে তিনি যদি কাঙাল, আমিও কাঙালিনী মা।

শচীমাতার পুনঃ প্রবেশ

শচীমাতা। চল বৌমা, আর দেরী করবো না চল। [শচীমাতা সহ বিষ্ণুপ্রিয়া প্রস্থানোদ্যত]

নিতাই। দাঁড়াও বৌমা, একটা কথা মা। [উভয়ে থমকে যান]

শচীমাতা। কী ?

নিতাই। শ্রীমতীর যাবার অনুমতি নেই মা। [উভয়ে হতবাক্ হন]

শচীমাতা। সেকি ? তাহলে আমিও যাবো না।

নিতাই। সন্ন্যাসীর স্ত্রীর মুখ দর্শন নিষেধ।

শচীমাতা। তা হলে মার মুখ দেখাও নিষেধ। কি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কেন ? নিতাই ফিরে যাও।

বিষ্ণুপ্রিয়া। না মা তা হয়না, আপনি যান।

শচীমাতা। সে কি করে হবে, আমি যাবো না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার কোন কষ্ট হবে না মা, আপনি যান।

শচীমাতা। কষ্ট আর হবে কি করে, একেবারে যে পাষাণী হয়েছো

বিষ্ণুপ্রিয়া। তাঁর বিধি আমি মাথায় তুলে নিয়েছি মা। আমি যে তাঁর সহধর্মীণী। আপনি না গেলে তাঁর বড় কষ্ট হবে।

নিতাই। বৌমা ঠিক কথাই বলেছেন মা।

শচীমাতা। আমি না গেলে সে কষ্ট পাবে, বৌমা তুমি বলছো, নিতাই বলছে। আমি যাই কেমন ? আমি যাই। [শচীমাতাকে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রণাম করেন। [শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে আবেগে জড়িয়ে ধরে চিবুক স্পর্শ করেন। বিষ্ণুপ্রিয়া নিতাইকে প্রণাম করিতে গেলে নিতাই সরে দাঁড়ান]।

নিতাই। না-না আমাকে প্রণাম নয় দেবী, তুমিই সন্তানের প্রণাম গ্রহণ কর। [জোড় হাত করে নমস্কার করেন] চল মা।

শচীমাতা। যাই বৌমা? আজ তিনদিন নিমাইকে দেখিনা—মনে হচ্ছে যেন তিন যুগ।

[প্রস্থান।

নিতাই। আসি বৌমা—আমাকে তুমি ক্ষমা করো। প্রভুর আদেশ থাকলে নিশ্চয় তোমায় নিয়ে যেতাম মা, সন্ন্যাস নিলেও সে এক জ্যোতির্ময় মূর্তি হয়েছে মহাপ্রভুর। সে এক নূতন কলেবর, সে এক নতুন অভিরাম নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

[প্রস্থান।

বিষ্ণুপ্রিয়া। সন্ন্যাসী নিলেও সে এক জ্যোতির্ময় মূর্তি হয়েছে মহাপ্রভুর। সে এক নতুন কলেবর, সে এক নতুন নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। [এক স্বর্গীয় সুষমায় দীপ্ত হয়ে উঠে বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখমণ্ডল]

কাঞ্চনের প্রবেশ

কাঞ্চন। সই সবাই নিমুদাকে দেখতে গেল, তুই গেলি' না যে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি অনুমতি পাইনি সই। সন্ন্যাসীর স্ত্রীর মুখদর্শন নিষেধ।

কাঞ্চন। সন্ন্যাস নিয়ে নিমুদা যেন পাষাণ হয়ে গেছে? শেষ দেখাটারও অনুমতি পেলিনা হতভাগী।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওরে না-না কাঞ্চন ও কথা বলিসনে। জীব কল্যাণের জন্য যা করেছেন ভালই করেছেন। আমি এখান থেকেই তার কাজ করবো। অন্তরে নিরবধি তার দর্শন পাব। ওই ওই তো পড়ে·

রয়েছে তাঁর শ্রীচরণের পাদুকা। ওরে কাঞ্চন এই পাদুকাই আমার শেষ আশ্রয়। [পাদুকা গ্রহণ করিলেন]

কাঞ্চন।—

গীত

জয় জয় বিষ্ণুপ্রিয়া, জয় জয় বিষ্ণুপ্রিয়া
জয় গৌরাঙ্গ প্রিয়া, জয় জয় কৃষ্ণপ্রিয়া॥

———

॥ সমাপ্ত ॥